

রাঁচিতে শাহর সঙ্গে বৈঠকে থাকছেন না মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ রাঁচিতে ইস্টার্ন জোনাল কাউন্সিলের বৈঠকে থাকছেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামিকাল (বৃহস্পতিবার) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বাধীন ওই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের তরফে থাকবেন মন্ত্রী চন্দ্রমা ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে থাকবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব, অর্থসচিব। রাঁচিতে ইস্টার্ন জোনাল কাউন্সিলের ওই বৈঠকে বাংলা ছাড়াও বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশার প্রতিনিধিরা থাকবেন। চার রাজ্যের প্রায় ৭০ জন প্রতিনিধি থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু, তিনি যেতে পারছেন না। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় তিনি ওই বৈঠকে থাকতে পারবেন না। তাঁর বদলে চন্দ্রমা যাচ্ছেন। এই বৈঠকের জন্য রাঁচির নিরাপত্তা আরও অটসিটি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন রাতেই রাঁচি পৌঁছে যাবেন শাহ। আগামিকালের বৈঠকে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন থাকবেন। তবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও থাকছেন না। বিহারের দুই মন্ত্রী বিজয় চৌধুরি ও সম্রাট চৌধুরি থাকবেন। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাজি এবং উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতি পারিডা থাকবেন। এছাড়া রাজ্যগুলির আধিকারিকরা থাকবেন। প্রসঙ্গত, দেশে পাঁচটি জোনাল কাউন্সিল রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ওই পাঁচটি কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন অমিত শাহ। মুখ্যমন্ত্রী কিংবা উপরাজ্যপালরা জোনাল কাউন্সিলের সদস্য। নানা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে জোনাল কাউন্সিলের বৈঠকে আলোচনা হয়। তার মধ্যে রয়েছে মহিলা ও শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের মামলার দ্রুত তদন্ত ওইসব মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্ট গঠন। গত ১১ বছরে ৬০টির বেশি বৈঠক হয়েছে।

‘আমাকে বেকসুর খালাস করা হোক’, সঞ্জয়ের আর্জি হাইকোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ আরজি কর নুন ও ধর্ষণ মামলায় নয়া মোড়। নিম্ন আদালত সাজা ঘোষণা করেছে মাস কয়েক আগে। এবার এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়। তাঁর দাবি, খুন ও ধর্ষণের মামলায় তাঁকে বেকসুর খালাস করা হোক। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চে হবে শুনানি। গত বছর অগস্ট মাসে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগে ওঠা উদ্ধার সহ কর্তব্যের চিকিৎসকের অর্ধনগ্ন হয়ে। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে প্রেফতার করা হয় পেশায় সিভিক ড্যান্সিয়ার সঞ্জয় রায়কে। আদালত তাঁকেই দোষী সাব্যস্ত করে, সাজাও ঘোষণা হয়। গত জুলাইর মাসে সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনায় নিম্ন আদালত। সাজা ঘোষণার পর পর ৬ মাস কেটে গিয়েছে। এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন সেই সঞ্জয় রায়। তাঁর আইনজীবী হিসেবে মামলা করেছে কোথাকার গুণ্ডা। আজ, বুধবার সেই মামলা ওঠে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চে। বিচারপতি বসাক জানিয়েছেন, সব পক্ষকে নোটিস দিতে হবে, তারপর হবে শুনানি। আগামী সপ্তাহে বুধবার এই মামলার শুনানি রয়েছে। এই আবেদনের কথা শুনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিলোত্তমার বাবা-মা। এই আবেদনের পিছনে রাজ্য সরকারের মদত আছে বলে অভিযোগ তিলোত্তমার পরিবারের। তাদের বক্তব্য, আদালত যে কেউ দ্বারস্থ হতেই পারে, তবে নিয়মমুখিক তাদের চিঠি দিতে হবে। কিন্তু সেই চিঠি তারা পাননি হাইকোর্টের তরফে। সঞ্জয় রায়ের সাজা হলোও আরজি করের প্রতিবাদী জুনিয়র চিকিৎসক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের অপরাধ মনে করেন, আদালত একপাক্ষীয় এমনও মুক্ত। আদালত সঠিক বিচার হয়নি। এদিকে আগামী ৯ আগস্ট নির্বাচিত হওয়ার এক বছর। তাই আরও বড় প্রতিবাদের পথে হাঁটছেন জুনিয়র ডাক্তাররা।

দুরন্ত বার্তা

বাংলা বলে দেখানো হল বিহার! চিঠি লিখলেন ক্ষুব্ধ মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ কেন্দ্রীয় সংস্থা নীতি অ্যোগের বার্ষিক রিপোর্টে বাংলাকে অপমান করা হয়েছে! এমনই অভিযোগ করেছেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোস্বামী। ছবি দেখিয়ে দাবি করেছেন, দেশের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গকে ভুল দেখানো হয়েছে। বিহারকে চিহ্নিত করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে। এই ঘটনা সামনে আসার পর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। নীতি অ্যোগের ভাইস চেয়ারপার্সনকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, দেশের কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের

শীর্ষ মঞ্চ যখনই এমন গুরুতর ভুল করে, তা শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, সেই সঙ্গে তা বাংলার প্রতি বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের ‘অবজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ’। বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নীতি অ্যোগকে চিঠি দেওয়ার তত্ত্ব দিয়ে তিনি লিখেছেন – ‘পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র নিয়ে এই ভুল মনে নেওয়া যায় না।’ এটি গুরুতর ভুল বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিষয়টি নিয়ে লম্বা পোস্টে সাকেত গোস্বামীও বিধেয়নে বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে। পোস্ট করে লেখেন, ‘বাংলাকে নিজেদের



মানচিত্রেই সঠিক জায়গায় বসাতে পারে না কেন্দ্র সরকার! এটা লজ্জাজনক! কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বাংলার দু’জন মন্ত্রী রয়েছেন, লোকসভায় ১২ জন বিজেপি সাংসদ। তবু এই ভুল?’ তাঁর আরও অভিযোগ, ‘বাংলাকে অপমান করা বিজেপির অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের হেনস্থা, এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা-সর্বই একই সুরে বাঁধা। বাংলার পরিচিতি, সংস্কৃতি, মর্যাদাকে বারবার আঘাত করছে বিজেপি।’ তৃণমূলের দাবি, এই ভুল নিছক ‘বিস্ত্রাস্তি’ নয়, এটি ‘রাজনৈতিক

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’। বিজেপি সরকার বারংবার বাংলাকে অপমান করে এসেছে। এবারও অন্য পদ্ধতিতে তা করল। রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত নরেন্দ্র মোদি সরকারের। তৃণমূল চাইছে অবিলম্বে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘বিজেপির বাংলাকে ছোট করে দেখানোর যে মানসিকতা, তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে এই মানচিত্রে। অবিলম্বে প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হল, তা মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো উচিত।’

‘দাগি অযোগ্য প্রার্থীদের জন্য এত সহানুভূতি কেন?’

হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে এসএসসি



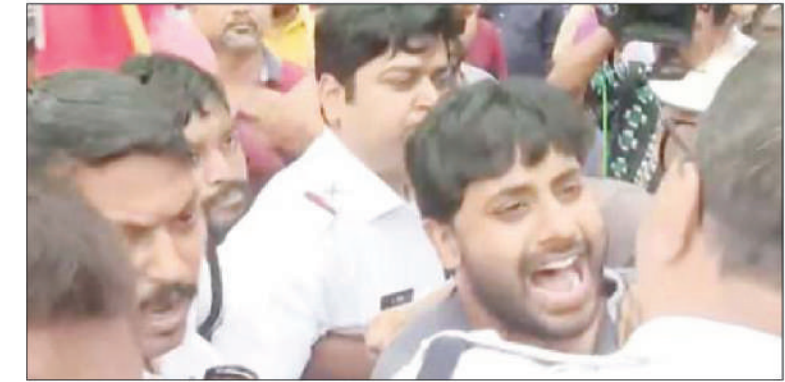
দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ শিক্ষক নিয়োগ মামলায় ফের কাঠগড়ায় স্থূল সার্ভিস কমিশন। এবার সরাসরি প্রশ্নের মুখে কমিশনের ভূমিকা। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন ছুঁতে দেন, দাগি অযোগ্য প্রার্থীদের জন্য এত সহানুভূতি কেন এসএসসি-র? বিচারপতির এই মন্তব্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আদালত চত্বরে। শুনানিতে বিচারপতি বলেন, ‘এসএসসি মেনে অযোগ্য প্রার্থীদের মুখপাত্র হয়ে উঠেছে। এই আচরণ কাম্য নয়। যাঁদের নাম আগেই বাতিল হয়েছে দুর্নীতির অভিযোগে, তাঁদের পক্ষে দাঁড়িয়ে কী বার্তা দিতে চাইছে কমিশন?’ আদালতের পর্যবেক্ষণ, আগে যাঁদের সুপারিশ বাতিল হয়েছে, তাঁদের পুনর্বহালের আর্জি নিয়েই সম্প্রতি কমিশন আবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। এই নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারেন না। এবং যারা আবেদন করেছেন, তাঁদেরও আবেদন বাতিল করতে হবে। নিয়োগ হবে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ মেনেই। হাইকোর্টের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল এসএসসি। এদিন আদালতে কমিশনের যুক্তি, কিছু প্রার্থীর ক্ষেত্রে পরীক্ষণ তথ্য ছিল না, তাই তাঁদের সুযোগ দেওয়া হোক। এরপরই কমিশনকে ভরৎসনা করে বিচারপতি। এ দিন, সিঙ্গেল বেঞ্চার মতো ডিভিশন বেঞ্চেও চিহ্নিত অযোগ্যদের পাশে দাঁড়ায় স্থূল সার্ভিস কমিশন। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোর্টে কমিশনের হয়ে সওয়াল করেন, ‘‘চিহ্নিত অযোগ্যরাও অংশ নিতে পারবে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায়। কোনও বাধা নেই সুপ্রিম কোর্টে। চিহ্নিত অযোগ্যরা নিয়োগে অংশ নিতে না পারলে, অসফল প্রার্থীরাও পারবেন না।’’

মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ আর রাখতে পারবেন না বাড়িতে, বিরাট নির্দেশিকা জারি

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাইঃ ভারতের শীর্ষ ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেন্টাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন বা সিডিএসসিও একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী একাধিক ওষুধের এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে যাওয়ার পরই সেই ওষুধগুলো ডাস্টবিন বা কোনও খোলা জায়গায় না ফেলে ড্রেনে বা কোমডে ফেলে ফ্লাশ করে দিতে বলছে তারা। সিডিএসসিও তাদের সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টে ১৭টি ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। এই ১৭টি ওষুধ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলেই তারা জানিয়েছে। তারা আরও বলেছে এই ওষুধগুলোর অপব্যবহার করলে মানুষ বা অন্য কোনও প্রাণীর মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। এই রিপোর্টে উল্লিখিত ১৭টি ওষুধের মধ্যে রয়েছে ট্যাপেন্টাডল, ডায়াজেপাম, অক্সিমেডোন ও ফেলটাইলির মতো ওষুধও রয়েছে। ব্যাথা, অ্যাংজাইটি ও সেই ধরনের অন্যান্য চিকিৎসার জন্য এই ওষুধগুলোর প্রয়োজন হয়। সিডিএসসিও বলেছে, এই ওষুধগুলো প্রেসক্রিপশন ছাড়া কেউ ব্যবহার করলে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। দেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, এই ওষুধগুলো বাড়ির ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া একেবারেই ভুল নয়। এতে মানুষ ও অন্যান্য অনেক প্রাণীর ক্ষতি হতে পারে। আর সেই কারণেই সিডিএসসিও বলেছে ওষুধগুলো ড্রেনে বা পায়খানার কোমডে ফ্লাশ করে দিতে হবে।

সৃজনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্ঠার মামলা, মমতার শাসনে ধর্মঘটে লাল চোখ দেখাল বাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ দিনভর বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা দেশজোড়া ধর্মঘট দেশের সর্বত্র ধর্মঘটে ২৫ লাখ সামিল বলে শ্রমিক সংগঠনগুলি দাবি করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট বিরোধী শাসকদল তৃণমূলের সমর্থকদের সঙ্গে বাম ও কংগ্রেস সমর্থকদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়। একাধিক জেলায় ধর্মঘটের প্রভাব পড়ে-বিশেষত ব্যান্ধ কন্নীদের মধ্যে। কলকাতায় ধর্মঘটের সমর্থনে মেনে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে জড়ান সিপিআইএমের ছাত্র নেতা সৃজন ভট্টাচার্যসহ আরও অনেকে। কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন সিটি জানিয়েছে, ‘‘যাদবপুরে এসএফআই নেতা সৃজন ভট্টাচার্যসহ অনেকে ধর্মঘটের পক্ষে মিছিল শ্রমিক নেতৃত্বদান বলেছেন যে দেশের অন্য ১১ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ চেষ্টার অভিযোগে



মামলা চাপানো হয়েছে। সিটি রাজ্য সভাপতি অনিল সাহু, সম্পাদক জিয়াউল আলম সহ শ্রমিক নেতৃত্বদান বলেছেন যে দেশের অন্য কোথাও কোনও রাজ্য সরকার এভাবে ধর্মঘট

ভাঙতে হামলা চালায়নি। তবু যেভাবে অংশ নিয়েছেন শ্রমিক কর্মচারীরা, আমার আরও শক্তিশালী হয়েছি।’’ পশ্চিমবঙ্গের থেকেও ধর্মঘটের বেশি প্রভাব পড়েছে বিজেপি শাসিত

রাজ্য ত্রিপুরায়। এ রাজ্যে সিপিআইএম প্রধান বিরোধী দল। ধর্মঘটে রাজধানী আগরতলাসহ এই রাজ্যের সর্বত্র জনজীবন স্তব্ধ। দশটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, ধর্মঘটের ব্যাপকতা প্রমাণ করেছে কেন্দ্র সরকার দেশে শ্রমকোড লাগু করতে চাইলে দেশ ফের অচল হবে। আদানি সাহু বলেছেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ধাপা দিচ্ছেন এই বলে যে রাজ্যে শ্রম কোড লাগু হবে না। দেশে কোড লাগু হলে রাজ্যেও হবে। আর রাজ্যে যেভাবে শ্রম আইন ভেঙে শোষণ হচ্ছে তা অভাবনীয়।’’ শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতৃত্বদান জানিয়েছেন কল্যাণ শিল্পে ৪৪ শতাংশ, পাথারের বাইরে চা শিল্পে ৬০ শতাংশ, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলে ৪৫ শতাংশ, বিডি শিল্পে ৬৫ শতাংশ ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন।

রাজ্য ত্রিপুরায়। এ রাজ্যে সিপিআইএম প্রধান বিরোধী দল। ধর্মঘটে রাজধানী আগরতলাসহ এই রাজ্যের সর্বত্র জনজীবন স্তব্ধ। দশটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, ধর্মঘটের ব্যাপকতা প্রমাণ করেছে কেন্দ্র সরকার দেশে শ্রমকোড লাগু করতে চাইলে দেশ ফের অচল হবে। আদানি সাহু বলেছেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ধাপা দিচ্ছেন এই বলে যে রাজ্যে শ্রম কোড লাগু হবে না। দেশে কোড লাগু হলে রাজ্যেও হবে। আর রাজ্যে যেভাবে শ্রম আইন ভেঙে শোষণ হচ্ছে তা অভাবনীয়।’’ শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতৃত্বদান জানিয়েছেন কল্যাণ শিল্পে ৪৪ শতাংশ, পাথারের বাইরে চা শিল্পে ৬০ শতাংশ, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলে ৪৫ শতাংশ, বিডি শিল্পে ৬৫ শতাংশ ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন।

কলেজগুলিতে অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে কী কী পদক্ষেপ করছে পুলিশ? জানালেন মনোজ ভার্মা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে ধর্ষণের অভিযোগে থিয়ে রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়েছে। এই আবহে শহরের সমস্ত থানাকে একগুচ্ছ নির্দেশ দিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। কলেজগুলির সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা, কলেজগুলির নিরাপত্তারক্ষীদের থানার কোনও আধিকারিকদের নম্বর দেওয়া-সহ একাধিক নির্দেশ দিলেন তিনি। একইসঙ্গে জানানো, কসবাকাণ্ডে পুলিশ ব্যবস্থায় পদক্ষেপ করেছে। কলেজগুলিতে অসামাজিক কাজকর্ম রুখতে কলকাতা পুলিশ কী কী পদক্ষেপ করছে? কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা বলেন, ‘‘যে কলেজ যে থানার অন্তর্গত, সেখানকার পুলিশ আধিকারিক ওই কলেজের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে নিত্যদিন যোগাযোগ রাখবেন। তিনি আরও জানান, ‘‘কলেজের নিরাপত্তারক্ষীরা নিজের কলেজে



একজন পুলিশ আধিকারিকের নম্বর নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে থাকবে।’’ এছাড়া থানাগুলি কলেজে গিয়ে একটি করে কর্মশালা করবে। সেখানে গিয়ে কলেজের পড়ুয়াদের থানার আধিকারিকরা জানাবেন, এই

ধরনের অপরাধে কী ধরনের শাস্তি হতে পারে। এমনকি কলেজে যেকোনও ধরনের সামাজিক অপরাধ কী কী শাস্তিযোগ্য ধারার মধ্যে পড়ে, সেটাও পুলিশ আধিকারিকরা পড়ুয়াদের জানানো মনোজ ভার্মা আরও জানান, কলেজের পড়াশোনার সময়সীমার শেষে, যদি কেউ জোর করে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে থেকে যায় বা সেখানে ব্যক্তিগত কাজ অথবা অর্নৈতিক কোনও কাজকর্ম করে, তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে থানাগুলিকে জানানো বাধ্যতামূলক। সে ক্ষেত্রে রাতেই পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্রোজ সার্ভিস ক্যামেরাগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, থানাগুলি কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানবে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার জানান, নিজ নিজ এলাকার কলেজের প্রতিটি মুহূর্তের খোঁজ খবর রাখবেন থানার আধিকারিকরা।

‘সিবিআইয়ের অবস্থা শোচনীয়’, নির্যাতিতার বাবা-মার আর্জি খারিজ করে ভরৎসনা আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ আরজি কর কাণ্ডের নির্যাতিতার বাবা-মা ঘটনাস্থলে যাওয়ার আর্জি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সিবিআই তাদের আর্জিতে আপত্তি জানাননি। বুধবার এই মামলার শুনানিতে শিয়ালদহ আদালত নির্যাতিতার পরিবারের সেই আবেদন খারিজ তো করলেই, পাশাপাশি চরম ভরৎসনা করল সিবিআইকে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার নিজের তদন্তদের ওপরই ভরসা নেই। নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী দাবি করেছিলেন, ‘‘লাস্ট সিন থিওরি’’ মেনে তদন্ত হয়নি। তাই ঘটনাস্থল বা ‘প্লেস অফ অকারেস’ পরিদর্শন করতে চান তাঁরা। একই সঙ্গে, নিজেদের বিশেষজ্ঞ টিমও সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেও পরে নির্দেশমতো শিয়ালদহ আদালতে এই মামলার শুনানি হয়। বুধবার নির্যাতিতার পরিবারের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে কোর্ট। পাশাপাশি নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে। শিয়ালদহ আদালতের বিচারক অরিজিৎ মণ্ডল কার্যত বিমস্ত হয়েছেন সিবিআই-এর



‘‘নো অবজেকশন’’ নিয়ে। তাঁর মন্তব্য, ‘‘পরিবারের আবেদনপত্র দেখে মনে হয়েছে তাদের আইনজীবীরা সমান্তরাল তদন্ত করতে চান। এতেই অবাক হচ্ছি কেন সিবিআই কোনও নো অবজেকশন দিল না। সিবিআইয়ের অবস্থা শোচনীয়।’’ এই প্রসঙ্গেই আদালতের প্রশ্ন – তাহলে কি সিবিআই মনে করছে তাদের তদন্তই ঠিক হয়নি? তাঁদের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা কি ঠিক কাজ করেনি? এটাই যদি হয় তাহলে এতদিন বৃহত্তর যত্নস্বত্বের তদন্ত কীভাবে হল? তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এদিন মামলার শুনানিতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তরফে কোনও আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না। সিবিআইয়ের প্রতি আদালতের ক্ষোভ এখানেই শেষ নয়। আরজি করের ধর্ষণ-খুন মামলা ছাড়াও আর্থিক দুর্নীতির মামলায় প্রেফতার হয়েছিলেন হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার গুসি অভিযুক্ত মণ্ডল। কিন্তু একটি মামলায় তাঁরা জামিন পেয়ে যান। শিয়ালদহ কোর্টের বিচারকের মন্তব্য, সিবিআইয়ের চার্জশিট জমা না দেওয়ার জন্যই দুর্জন জামিন পেয়েছেন। পরিশেষে, নির্যাতিতার পরিবারের আর্জি খারিজ করে আদালত সাক্ষ জানিয়েছে – আইনে কোথাও এরকম অনুমতি দেওয়া হয়নি। নির্যাতিতার বাবা-মা শুরু থেকেই সিবিআই-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এসেছেন। ক্ষেত্রেই সুরে তাঁদের এও দাবি, টাকা নিয়ে তদন্ত থামানো দেওয়া হচ্ছে। পুরনো স্ট্যাটিস রিপোর্টের পয়েন্ট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। যদিও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাক্ষ কথা, তাঁরা এখনও তদন্ত করছে। কিন্তু শিয়ালদহ আদালত যে প্রশ্ন তুলেছে তাতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

গোল্ডম্যান স্যাক্সে ঋষি সুনক



লন্ডন, ৯ জুলাই : গোল্ডম্যান স্যাক্সে সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিলেন ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। এ কথা জানিয়েছেন সেন্টার সিইও ডেভিড সলোমন। ২৫ বছর আগে এই সংস্থায় শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সুনক। ২০০৪ সাল পর্যন্ত সেখানেই অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করেন তিনি। এরপর চাকরি জমিয়েছেন ২০০৭ সিইও ডেভিড সলোমন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সিইও ডেভিড সলোমন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। চব্বিশে কনজারভেটিভ পার্টির ভারডুবি হয়। লেবার পার্টির জয়ের পর থেকেই লাইবলাইট থেকে কিছুটা দূরে চলে যান সুনক। চলতি বছরেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাডারচিন স্কুলে যোগ দেন সুনক। পাশাপাশি যোগ দেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুভার ইনস্টিটিউটে ও। এবার গোল্ডম্যান স্যাক্সে যোগ দিলেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

দেশকে গর্বিত করল বিএসএফ ও সিআইএসএফ, বার্মিংহামে পদক জয় দুই বাহিনীর

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : বার্মিংহামে দেশকে গর্বিত করল বিএসএফ ও সিআইএসএফ। দেশকে গর্বিত করে দুই বাহিনী থেকে পদক জিতেছে। ৩০ জুন থেলে ৬ জুলাই পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপক গেমস ২০২৫-এ মোট ৬৪টি পদক জিতে দেশের জন্য গর্ব বয়ে এনেছে সিআইএসএফ। অন্যদিকে , সম্প্রতি সমাপ্ত বিশ্ব পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপণ গেমস ২০২৫-এ বিএসএফ বিভিন্ন ক্রীড়া বিভাগে নিজস্ব ক্রীড়াবিদদের ব্যতিক্রমী দক্ষতা প্রদর্শন করে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করেছে বিএসএফ। ৩৮টি স্বর্ণ, ২১টি রৌপ্য এবং ১৪টি ব্রোঞ্জ-সহ ৭৩টি পদক জিতে, বিএসএফ দল টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে বলে জানান

বৃহস্পতিবার সারনাথে আঘাত পূর্ণিমা-ধর্ম্মচক্রপবননা দিবস উদ্দাপান করবে আইবিসি

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংঘ (আইবিসি) মহাভারথি সোসাইটির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আষাঢ় পূর্ণিমা-ধর্ম্মচক্রপবননা দিবস উদ্দাপান করবে। সারনাথে মূলগণা কুটি বিহারে বৃহস্পতিবার এই পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপিত হবে। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, আষাঢ় পূর্ণিমা প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন হিসেবে সূচিত হয়। এই দিনে ভগবান বুদ্ধ সারনাথের ডিয়ার পার্কে তাঁর বিশ্বস্ত পঞ্চ তপস্বীর কাছে প্রথম ধর্মীয় বাগী শু নিয়েছিলেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বর্ষা বাস সূচিত হয়। সারা বিশ্বে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও প্রব্রাজিকারা এই দিনটি পালন করেন।ওই দিন সন্ধ্যায় সংঘ সম্প্রদায় দ্বারা ঐতিহাসিক ধার্ম্মিক স্তূপে পবিত্র পরিক্রমা, মন্ত্রপাঠ অনুষ্ঠিত হবে। এরপর, অষ্টাঙ্গ বৌদ্ধ সাধু, পন্ডিত এবং ভাষ্যগতরা মঙ্গলাচরণ করবেন।এই সারনাথেই ভগবান বুদ্ধ চারটি পরম সত্য এবং ঐষ্টাঙ্গিক মার্গ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন, যা বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি রচনা করে। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রতিত দেশগুলিতে এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করা হয়।

বৃষ্টিপাতের সতর্কতা আবহাওয়া দফতরের

রায়পুর, ৯ জুলাই ঃগত তিন দিন ধরে ছত্তিশগড়ে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। টানা তৃতীয় দিনের মতো বৃধবারও সকাল থেকে রাজধানী রায়পুরে বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। আগামী ২ দিন রায়পুর সহ ৬টি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। টানা বৃষ্টিপাতের কারণে রাজ্যের অনেক জেলায় নদী ও বর্গার জলের প্রবাহ বাড়তে পারে। রায়পুরে রাতের গভীর থেকে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। যার কারণে রাস্তাঘাট প্রাতিত

বিহারে সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণ, নির্বাচনের আগে বড় দাও নীতীশের

পটনা, ৯ জুলাইঃমহিলাদের জন্য বাস। সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজনৈতিক অঞ্চে চমক দিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কু্‌মার। রাজ্যের সমস্ত সরকারি চাকরি ও পদে এবার মহিলাদের জন্য ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণের ঘোষণা করল নীতীশ সরকার। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে, প্রশাসনিক স্তরে মহিলা প্রতিনিধিত্ব যেমন বাড়বে, তেমনই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে মহিলা ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টাতেও এটি একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হয়ে উঠবে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।নীতীশ কুমার বহুদিন ধরেই নারীশক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে ‘ সাইকেল প্রকল্প’, কন্যাসুরক্ষা যোজনার মতো একাধিক উদ্যোগ ইতিমধ্যেই বিহারে যথেষ্ট জনপ্রিয়। এবার সেই পথেই আর এক ধাপ এগিয়ে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশেরও বেশি সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র বিহারের ‘ এই সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন। অর্থাৎ, যারা বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা, সরকারি পদে সরাসরি নিয়োগে তারা। এই সংরক্ষণের আওতায় আসবেন।এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে, বিহারে প্রাশাসনিক স্তরে নারীর অংশগ্রহণের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। পুলিশ, শিক্ষাবিভাগ, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য প্রশাসনিক শাখায় মহিলা নিয়োগে বাড়তি গতি আসবে বলে আশা করছে সরকার। পাশাপাশি, নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা ও সামাজিক ক্ষমতায়নের পথে এই সংরক্ষণ বড়



ভূমিকা নেবে, এমনটাই মনে করছেন সমাজতান্ত্রিকেরা।তবে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য নয়, যুব সম্প্রদায়কেও এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। একইদিনে তাঁর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিহারে গঠিত হবে একটি পূর্ণাঙ্গ ‘বিহার যুব কমিশন’। এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য রাজ্যের তরুণদের বিভিন্ন ক্ষেত্রেয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন। বিশেষ করে যারা রাজ্যের বাইরে পড়াশোনা করতে যাচ্ছে বা চাকরির সন্ধানে বেরিয়েছে, তাঁদের স্বার্থরক্ষার দিকেও নজর রাখবে এই কমিশন।সুদক্ষ মিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে বেসরকারি ক্ষেত্রেও যুব সম্প্রদায়ের জন্য বিজার্ভেচন বা অগ্রাধিকার কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, সেই বিষয়ে নিয়মিত তদারকি ও সুপারিশমূলক কাজ করা। পাশাপাশি, এই কমিশন রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবকদের চাকরির জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা,

বিহার বনধে জোরদার সাড়া, পাটনায় রাস্তায় শুয়ে প্রতিবাদ কংগ্রেস কর্মীদের



রোড-সবট্রাই বনধকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের চিত্র দেখা যায়। পুলিশ নজরদারির মধ্যেই রাস্তায় শুয়ে পড়ে যান চলাচল শুরু করার চেষ্টা করেন কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা। সাধারণ মানুষজন এমন দৃশ্য দেখে হতবাক হলেও, বিরোধী দলীয় কর্মীদের মধ্যে ছিল অদম্য উদ্দীপনা।এক কংগ্রেস কর্মী সংবাদমাধ্যমের কাছে বলেন, সরকার যদি আমাদের দাবি না মানে, তাহলে আমরা এই বিক্ষোভ চালিয়ে যাব। নেতৃত্ব যতদূর বলবে, আমরা ততদূর লড়াই করব। মানুষকে বিভ্রান্ত করার রাজনীতি আর বরাদ্দও করব না। অন্য এক কর্মী আরও বললেন, বিহারের মানুষ আজ আমাদের সঙ্গে আছে। বনধ সফল হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কারচুপির বিরুদ্ধে মহাজোট

এককট্টা। আমাদের শরীরের উপর দিয়ে গাড়ি গেলেও আমরা রাস্তায় পড়ে থাকব, আন্দোলন হাডব

থেকে বিহারে বিভিন্ন সময়ে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের পরিমাণ বাানোর দাবি উঠেছিল বিভিন্ন মহল থেকে। যদিও প্রশাসনিক স্তরে সেই দাবি কখনও পূর্ণতা পায়নি। এবার নীতীশ সরকার সেই ঘাটতি পূরণ করতেই পদক্ষেপ করল বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে বিহারে মহিলাদের ভোটার সংখ্যা প্রায় ৪.৮ কোটি। এমন এক সময়ে যখন রাজ্যের চাকরির সুযোগ নিয়ে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অসন্তোষ তীব্র, তখন এই সংরক্ষণ ঘোষণার মাধ্যমে নীতীশ কুমার এক চিলে দুই পাখি মারতে চাইছেন বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষক দের অভিমত।সুতরাবে এই ঘোষণাকে ঘিরে বিরোধী শিবিরেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তাঁদের মতে, এটি নিছকই একটি নির্বাচনী স্টান্ট। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পরও মহিলাদের জন্য এখন সংরক্ষণ ব্যবস্থা আগে চালু না করে এখন, ভোটের মুখে এই সিদ্ধান্তকে ‘বলেই দাবি করেছেন আরজেডি নেতারা। অন্যদিকে, বিজেপি শিবিরও বলছে, নীতীশবাবু মহিলাদের সম্মান নিয়ে রাজনীতি করছেন।সুর্ভক্তস্ব সমস্ত বিতর্কের মাঝেও একথা বলতেই হয়, সরকারি চাকরিতে ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণ শুধু রাজনৈতিক চাল নয়, এটি বাস্তবে রূপ পেলে বিহারে মহিলাদের সামাজিক অবস্থাকে মুক নতুন মাত্রা দেবে। একইসঙ্গে যুব কমিশনের গঠনও রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনায় নতুন দিশা খুলবে বলেই আশা। এখন দেখার, মুশামল্টির এই ঘোষণাগুলি কতটা বাস্তবায়িত হয় এবং কতটা বদলায় বিহারের প্রশাসনিক ও সামাজিক চিত্র।

অমরনাথ যাত্রার জন্য রওনা সপ্তম দল, সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে খুশি পুণ্যার্থীরা



শ্রীনগর, ৯ জুলাই : পহেলগামের নুনওয়ান বেস ক্যাম্প থেকে বৃধবার অমরনাথ যাত্রার উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রীদের সপ্তম দল রওনা হয়েছে। উক্তরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে,সম্পূষ্ট প্রকাশ করছেন এবং জম্মু ও কাশ্মীরের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছেন। বৃধবার ভোরে তীর্থযাত্রীরা ভগবান অমরনাথের পবিত্র গুহা মন্দিরের দিকে নিজেদের আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করেন।ভোপালের একজন তীর্থযাত্রী দীপা নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলেছেন, তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবেন। বলেন, এখানকার পরিবেশ খুবই ইতিবাচক। আমি সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করব। সকলে সুস্থ থাকুক। এখানকার ব্যবস্থা খুবই ভালো। এদিকে, বৃধবার ভোরে উধমপুর জেলার চেনানির নরসু এলাকায় অররনাথ যাত্রা কনভয়ের একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় চালক আহত হন এবং আরও চারজন তীর্থযাত্রী অক্ষত থাকেন।

নির্বাচন কমিশন একটি রাজনৈতিক দলের শাখায় পরিণত হয়েছেঃতেজস্বী যাদব

পাটনা, ৯ জুলাই : নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন একটি রাজনৈতিক দলের শাখায় পরিণত হয়েছে। ‘বিহার বনধ’ প্রসঙ্গে বৃধবার আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেছেন, নির্বাচন কমিশন একটি রাজনৈতিক দলের শাখা হয়ে উঠেছে। গুজরাটের দু’জন ব্যক্তি কি সিদ্ধান্ত নেবেন, কোন বিচারি ভোটের ভোট দিতে পারবেন আর কোনাট দিতে পারবেন না?তেজস্বী আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন বিরায়যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। ভোটার তালিকা থেকে দরিদ্র মানুষের নাম বাদ দেওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি চলছে। প্রথমে তাদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, তারপর তাদের পেনশন এবং রেশনও কেড়ে নেওয়া হবে।

অবিরাম বৃষ্টিতে নাগপুরে বন্যা পরিস্থিতি, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ফড়নবিশের

নাগপুর, ৯ জুলাই : অবিরাম বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। নাগপুরের নিউ নরসলা এলাকায় অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে বাড়িঘর এবং যানবাহন জলে ডুবে গিয়েছে, বৃধবার সকালে নাগপুর পৌর কর্পোরেশন একটি ভেলা ব্যবহার করে উদ্ধার কাজ চালায়। নাগপুর শহরের বেশ কয়েকটি অংশে জল জমে গিয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) আগামী ১১ জুলাই পর্যন্ত নাগপুর শহরে কমলা সতর্কতা জারি করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, গত তিন দিন ধরে এই এলাকাটি জলমগ্ন। এখান থেকে আসা-যাওয়া করা সম্ভব নয়। পুরো রাস্তা বন্ধ। বাড়িঘর এবং গাড়ি সম্পূর্ণরূপে ডুবে গেছে।মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবendra ফড়নবিশ বৃধবার জেলা কালেক্টর, পৌর কমিশনার এবং পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে নাগপুর শহর ও জেলার বৃষ্টিপাত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ দলকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতার পরিস্থেক্তিতে, জেলা প্রশাসন এদিন জেলার স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সতর্কতা অবলম্বন করার জন্যও আবেদন করেছেন।

মুন্সই হামলা ঃ১৩ আগস্ট পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রানা

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : মুন্সই হামলার (২৬১১) অন্যতম চক্রী তাহাউর রানাকে আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠালে বিশেষ এনআইএ আদালত। ২৬১১ মুন্সই সন্ত্রাসী হামলার মূল চক্রী তাহাউর রানার বিচার বিভাগীয় হেফাজতের মোয়াদ বৃধবার ১৩ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। পূর্ববর্তী হেফাজতের মোয়াদ শেষ হওয়ার পর ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তাকে হাজির করার পর দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টের এনআইএ আদালত এই মোয়াদ বাড়ানোর অনুমতি দেয়।চলতি বছরের এপ্রিলে রানাকে আমেরিকা থেকে প্রত্যার্ণ করা হয়েছিল। এনআইএ রানার বিরুদ্ধে একটি সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দাখিল করেছে। আদালত ১৩ আগস্ট সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটটি বাগচন্দা করবে। ২৬১১ মুন্সই হামলা নাম জড়িয়েছিল পাক বংশোদ্ভূত কানাডার নাগরিক রানার।

আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মণিকাকে আমেরিকা থেকে ফিরিয়ে আনছে সিবিআই

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : সিবিআইয়ের হাতে এ বার মণিকা কাপুর। প্রায় সিকি শতকের দৌড় শেষ। আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মণিকা কাপুরকে প্রত্যার্ণণের পর আমেরিকা থেকে দেশে ফিরিয়ে আনছে সিবিআই। সব টিকে থাকলে বৃধবার রাতেই মণিকাকে নিয়ে ভারতে অবতরণ করবে সিবিআইয়ের বিশেষ প্রতিনিধি দল।সুত্রের খবর, মণিকা ওভারসীরা সংস্থার কর্ণধার মণিকা কাপুর। বৃধবার এক বিবৃতিতে সিবিআইয়ের এক মুখপাত্র বলেন, ‘ তাঁর ভাইদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ১৯৯৮ সালে শিপিং বিল, ইনভয়েস এবং ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট-সহ রফতানি নথি জাল করেছিলেন। এই জাল নথি দেখিয়ে কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এই সফর অনেক বেশি কৌশলগত। ভারত দীর্ঘদিন ধরেই অফ্রিকার সঙ্গে জ্ঞানিনি, বাণিজ্য, যুগ্মিত ও পরিকাঠামো নির্মাণে পারস্পরিক সহযোগিতা পাড়ে তুলতে চাইছে। সেই লক্ষ্যে একাধিক অফ্রিকান দেশে সফর করেছেন প্রধানমন্ত্রী। নািমিবিয়া সফর সেই পরিক্রমারই গুরুত্বপূর্ণ ধাপসহ মিলিয়ে লাগা যায়, মৌদীর উইন্ডহোকে সফর শুধুই আনুষ্ঠানিক নয়, বরং এটুই দেশের দীর্ঘমোয়াদি সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। চিরাচরিত প্রথায অভ্যর্থনা এবং প্রবাসীদের উষ্ণ ভালোবাসা এই সফর হয়ে উঠেছে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এখন অপেক্ষা রপ্টপতি নেতৃত্বে নন্দী-নলইউওয়াহর সঙ্গে মৌদীর বৈক ও সফরীয় ভ্রমণের, যা এই সফরের মূল দিক নির্ধারণ করবে।

রেল অবরোধের চেষ্টা, ভোগান্তি যাত্রীদের

কলকাতা, ৯ জুলাই : বেলঘরিয়া, দুর্গাপুর রেলস্টেশনে ট্রেন আটকানোর চেষ্টা করলেন বনধ সমর্থকেরা। বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার পর সাময়িক ভাবে ব্যাহত হয় শিল্পদেহ মেন শাখার ট্রেন চলাচল। শিয়ালদহের দক্ষিণ শাখায় যাদবপুর স্টেশনেও ধর্ম্মচি্টারা ট্রেন আটকানোর চেষ্টা করেন। তবে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের হাটিয়ে দেয়। হলদিয়ার হাতিবেগিয়ায় রেল অবরোধ করেন ধর্ম্মচিটার, আটকে যায় সকলের ট্রেন।এদিকে, ভারত বনধের প্রতিবাদে জলপাইগুড়িতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এক মহিলা বলেন, আমি স্কুলে কাজ করি এবং এখন সেখানে যাচ্ছি। স্কুল বন্ধ, কিন্তু জল বাস লবে। আমি কেবল এই বিশ্বাস করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। পুলিশ এখানে আছে, আর সবাই দেখছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ধর্ম্মঘটে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে কোচবিহারের। বেসরকারি বাসগুলি রাস্তায় ছিল না, অনুদিতকে এনবিএসটিসি বাসগুলি স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করেছে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা রোধ করতে সরকারি বাস টার্মিনাসে ভারী পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।

দুরন্ত বার্তা রাশিফল

মেসঃ আজকের দিনে মেস রাশির জাতক জাতিকাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উ ভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচকতা বজায় থাকবে। এই দিন আপনি আপনার শক্তি এবং উৎসাহ দিয়ে বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে দেবেন। বিবাহের যোগ হবে। বৃষঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলাে সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। এই চিহ্নের কিছু নেটিভ তাদের বাচ্চাদের মাধ্যমে আজ আর্থিক সুবিধা অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আজ, আপনি আপনার সম্ভানের জন্য গর্বিত হবেন। শুভ দিন হতে পারে আজ। মিশুনঃআপনার যোগাযোগ ক্ষমতা আজ আপনাকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে পিতে সাহায্য করবে। নতুন সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল পাবেন। সন্ধানশীল কাজে আগ্রহ বাড়বে।

জুন্টঃআজকের দিন আপনার জন্য একটি বিশেষ ভাবে ইতিবাচক এবং উদারী দিন হবে। আপনি আপনার কাছের মানুষদের সঙ্গে সমর কাটাতে চাইবে। আপনি পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন উষ্ণতা

অনুভব করবেন, যা আপনার মনকে আনন্দিত করবে। আপনি আপনার ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করার সুযোগ পাবেন। ধ্যান বা যোগব্যায়ামের জন্য কিছুটা সময় বের করুন। এটি কেবল আপনার মনে শান্তি দেবে না, বরং সারা দিন আপনার শক্তিও বৃদ্ধি করবে।

সিংহঃযে অনুভূতিগুলি আপনাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলিকে চিহ্নিত করুন। ভয়, সন্দেহ, রাগ, লোভ

ইত্যাদির মত নেতিবাচক ভাবনাগুলিকে আপনার হারা ছাড়া উচিত। কারণ এগুলি চুম্বকের মত কাজ করে এবং আপনি যা চাইছেন ঠিক তার উল্টোটােকেই আকর্ষণ করবে। কাজের ক্ষেত্রে হতে পারে।

কন্যাঃ আজ আপনার স্বাস্থ্যর দিকে বিশেষ নজর দিন। হজম সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো চ্যালেঞ্জ আসতে পারে,

তবে ধৈর্য ধরে মোকাবিলা করুন।

তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং ইতিবাচক সময়। আপনার সামাজিক এবং পেশাদার জীবনে নতুন সুযোগ দেখা যাবে।

বৃশ্চিকঃবৃশ্চিকার শাখাগুলি আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। আজ, এই রাশিচক্রের ব্যবসায়ীদের তাদের পরিবারের সদস্যদের থেকে দূরে থাকা উচিত যারা আপনার আর্থিক সহায়তার জন্য জিজ্ঞাসা করে এবং পরে এটি ফেরত দেয় না। শুভ দিন। শনুঃশনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি উৎসাহ এবং নতুন সুযোগে পূর্ণ হবে। বিবাহের যোগ। মকরঃএকটি জয়যাত্রার পর নিজের ওপর চাপ দেবেন না এবং ঠিকভাবে বিশ্রাম নিন। আপনার অস্বাভাব সম্পত্তি যে কোনও কাজই চুরি করতে পারে। শুভ রং লাল হবে। কুন্ডঃ আজ আপনার ব্যক্তিত্ব আবেদন আকৃষ্ট করবে। সামাজিক জীবনে সক্রিয় থাকুন। শুক্রক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসবে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি শুভ। সংসারে শান্তি। মীনঃ আপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা দিন ধরে আপনার শক্তির স্তর বজায় রাখবেন। খরচ বাড়বে কিন্তু আয়ের উত্থান আপনার বিলগুলির তদ্বাবধান করবে। বন্ধুদের সাথে উত্তেজক

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টিপাত চলবে দক্ষিণবঙ্গেও। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। বৃধবার সকালেও আকাশ মেঘলা, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি কম।আগামী বেশ কিছু দিন উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবি ও সোমবার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর মাঝে সারা সপ্তাহ জুড়েই ধর্ম্মবেশি ঝড়-বৃষ্টি চলবে।

তাপমাত্রা- ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আর্দ্রপেক্ষ আর্দ্রতা ৯৮ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৯০ শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৫০.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-পলাপ ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মিনিট। ভাটা-দুপুর ১২টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যওঠার ও সকাল ৪টা ৫৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২২মিনিটে

কলকাতায় বিক্ষিপ্ত অশান্তি, গাঙ্গুলিবাগানে পুলিশের সঙ্গে বচসা

কলকাতা, ১ জুলাই : কলকাতায় বনধের বিক্ষিপ্ত প্রভাব পড়ল। যাদবপুর, লেকটাউন, গাঙ্গুলিবাগানে বনধের বিক্ষিপ্ত প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। যাদবপুরের রাস্তায় ধর্মঘটারা আগুন জালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। মিছিল বার হয় গাঙ্গুলিবাগানে। লেকটাউনে পথ অবরোধের চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। তাদের হটাতো পুলিশ রাস্তায় নেমেছে। হাওড়া ব্রিজ বনধের তেমন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। সরকারি বাস-সহ সমস্ত যানবাহনই স্বাভাবিক নিয়মে চলেছে। এদিকে, গাঙ্গুলিবাগান মোড়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন বাম সমর্থকেরা। বামনেতা সৃজন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একটি মিছিল বার হয়। সেই মিছিল গাঙ্গুলিবাগান মোড়ে পৌঁছোনোর পরে উত্তেজনা শুরু হয়। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা রাস্তার মাঝে টায়ার জ্বালানোর চেষ্টা করেন। তবে তাদের বাধা দেয় পুলিশ। শুধু হয় দু’পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি।

যাদবপুরে কুশপুতুল এবং টায়ারে আগুন থেকে অগ্নিকাণ্ড

কলকাতা, ১ জুলাই : বুধবার শিল্প ধর্মঘটের সমর্থনে যাদবপুরে সিপিএমের মিছিলে আগুন ধরানো হয় কুশপুতুল এবং টায়ারে। তা থেকে অগ্নিকাণ্ড হয়। যাদবপুর এইট বি বাস স্ট্যান্ডে কুশপুতুল ও টায়ার জ্বালানোর সময় এই আগুন লাগে। রাস্তার ধারে দোকানে আগুন ছড়ায়। আশেপাশের কেবলের তারেও আগুন লেগে যায়।অন্যদিকে, লেডি ডাফরিন হাসপাতালের সামনে থেকে বোঁজাবার পর্যন্ত কাসির ঘণ্টা বাজিয়ে সাবা ভারত ব্যাপী শ্রমিক বনধের সমর্থনে আইএনটিউসি সেবাদলের বনধ সফল করার কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয় । মিছিলের নেতৃত্ব দেন সেবাদলের রাজ্য সভাপতি প্রমোদ পাণ্ডে।ধর্মঘটের সমর্থনে এআইইউটিইউসি (সিএন সরণী)-র অফিস থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল মৌলালি মোড় হয়েধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এই কর্মসূচিতে দলের রাজ্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। আজ হাজারা মোড়ে এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে ধর্মঘটের অপর এক মিছিলে এক মহিলা কর্মী-সহ ৮ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ধর্মঘটকে ঘিরে উত্তেজনা ডোমজুড় বাজারে, পুলিশের লাঠি

হাওড়া, ১ জুলাই : বুধবার শিল্প ধর্মঘটকে ঘিরে উত্তেজনা দেখা দেয় ডোমজুড় বাজারে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী এবং র‍্যাক মোতায়েন করা হয়। পুলিশের লাঠি লাটির ঘায়ে সিপিএমের দু’জন কর্মী আহত হন। এদিন সকাল থেকেই সিপিএম কর্মীরা মিছিল করে বাজার এলাকায় পৌঁছে একের পর এক দোকান বন্ধ করার জন্য চাপ দিতে শুরু করে। পাশাপাশি, তারা রাস্তায় দাড়িয়ে বাস এবং লরি আটকে চালকদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। আচমকা এই আচরণে আশঙ্ক ছড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রথমে পুলিশ আন্দোলনকারীদের বৃষ্টিয়ে সরানোর চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী এবং র‍্যাক মোতায়েন করা হয়। বিক্ষোভকারীরা তাতে সাড়া না দিলে পুলিশ লাঠি চালায়। লাঠির ঘায়ে সিপিএমের দু’জন কর্মী আহত হন বলে জানা গিয়েছে। পরে তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার জেরে স্থানীয় দোকানদার ও পরিবহণ কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। ডোমজুড় থানার পুলিশ পরে অভিযান চালিয়ে দু’জন সিপিএম কর্মীকে গ্রেফতার করে। পুলিশের দাবি, বনধের নামে আইন হাতে তুলে নেওয়া এবং জনজীবন ব্যাহত করার অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় টহলপারি জোরদার করা হয়েছে। পুলিশের পিকেট বসানো হয়েছে যাতে ফের কোনও অশান্তি না ছড়া। পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে।

র‍্যাগিং-কাণ্ডে হাওড়ার ব্যাটার নরসিংহ দত্ত কলেজ ঘেরাও বিজেপির



দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ জুলাই : র‍্যাগিং-কাণ্ডে হাওড়ার ব্যাটার নরসিংহ দত্ত কলেজ ঘেরাও বিজেপির, পুলিশের সঙ্গে ধাঁস্তাধি বিজেপি কর্মীদের। পরে থানায় ডেপুটেশন। র‍্যাগিং-কাণ্ডে এবার হাওড়ার ব্যাটার নরসিংহ দত্ত কলেজ ঘেরাও করল বিজেপি। বুধবার সকালে বিজেপির মধ্য হাওড়া এবং শিবপুর মন্ডলের তরফ থেকে কলেজ ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিজেপি কর্মীরা মিছিল নিয়ে কলেজের গেটের সামনে আসতে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এই নিয়ে আন্দোলনকারী বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের রীতিমতো ধস্তাধি শুরু হয়। উত্তেজনাकर পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় কলেজ সংলগ্ন এলাকায়। এরপর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে, র‍্যাগিং-কাণ্ডে অভিযুক্ত টিএমসিপি নেতার শাস্তির দাবিতে এদিন বিজেপির তরফ থেকে ব্যাটরা থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। হাওড়া জেলা বিজেপির সম্পাদক বলেন, ২০২৩ সালে এই কলেজে ওই ঘটনা ঘটেছিল। তা বন্ধ করার জন্য এখানে এসেছি। বিক্ষোভ করেছি। থানায় গিয়ে ডেপুটেশন দিয়েছি। সোমবার সন্বাদমাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারি। তারপরই বিক্ষোভ আড়ে দালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে যতগুলো ঘটনা ঘটেছে কেউ সেগুলো প্রকাশ করত না। প্রভাবশালী বলে কোনও ব্যবস্থা এতদিন নেওয়া হয়নি। এরকম ঘটনা সারা বাংলায় হচ্ছে। আমরা চাইছি মামলা সিবিআই নিকা। রাজ্য পুলিশের উপর আমাদের কোনও ভরসা নেই।

জয়নগরে সাধারণ ধর্মঘটে উওজেনা ছড়ায়, বিক্ষপ্ত প্রভাব পড়ে জয়নগরে

দূরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১ জলাই : উত্তেজনা ছড়ায়।এদিন সকাল বুধবার কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন গুলির ডাকে দেশজুড়ে ২৪ ঘণ্টার সাধারণ



ধর্মঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রভাব পড়তো। দৈনিক ৬০০টাকা মজুরি, নূনতম মাসিক বেতন ২৬ হাজার টাকা সহ একাধিক দাবিতে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় হয়েছিল বিভিন্ন ইউনিয়ন ও সংগঠন সরব হয়েছে। আর এ দিন এই ধর্মঘটের জেরে জয়নগর থানার পন্থেরহাট হাসপাতাল মোড় ও দক্ষিণ বারশনে

চর্ম ও বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে হাব চালু করবে রাজ্য

কলকাতা, ১ জুলাই : চর্ম ও বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি সহ পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকার এই সংক্রান্ত একটি হাব চালু করতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি আগামীকাল বিকালে দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরে নবনির্মিত শিল্পা়ন নামে এই চর্ম ও বস্ত্র হাব এর উদ্বোধন করবেন। উল্লেখ্য বর্তমানে দেশের উপাদিত যত চর্মসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি হয় তার অর্ধেক এই রাজ্যের বলে শিল্পে বিনিয়োগ সংক্রান্ত রাজ্য স্তরের সিনার্জি কমিটির সদস্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জির প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র জানিয়েছেন।

পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে নিয়ে গঠিত বৈঠকে বসবে কেন্দ্র

কলকাতা, ১ জুলাই : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অভ্যন্তরীন ও উপকূলীয় নিরাপত্তা, বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নে পারস্পরিক সমঝু ও সহযোগিতা, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের মত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে নিয়ে গঠিত পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল পরিষদের বৈঠকে বসতে চলেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা পরিষদের চেয়ারম্যান অমিত শাহ র পৌরহিত্যে আগামীকাল ঝাড়খন্ডের রাজধানী শহর রাঁচিতে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে এই রাজ্য সহ পরিষদের অপর সদস্য বিহার, উড়িশা, ঝাড়খন্ড ও সিকিম কে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। রাজ্যের তরফে অর্থমন্ত্রী চন্দিমা ভট্টাচার্য আগামীকালের বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে নবাব সূত্রে জানা গিয়েছে। এই পাঁচ রাজ্য থেকে ৭০ জন প্রতিনিধি বৈঠকে অংশ নিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য এর আগে বৈঠকটি গত ১০ ই মে হওয়ার কথা থাকলেও পাহেলগাও কান্ডের জেরে ভারত পাকিস্তান ইস্যুতে তা পিছিয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, বিশ্ববন্ধ বাণিজ্য সম্মেলনের পরে গঠিত স্টেট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটির সঙ্গে মঙ্গলবার পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পর তাঁর তরফে জানানো হয়, সম্ভাবনাময় ৮টি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যবসায় সমস্যার জট কাটিয়ে শিল্পের বিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করতে পুজোর পরই ‘ ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ’ অনুষ্ঠিত হবে।

কুলতলিতে স্ত্রীর উপর নির্যাতন শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার বধূর দেহ

দূরন্ত বার্তা,কুলতলি, ১ জুলাই : কুলতলিতে স্ত্রীর উপর নির্যাতনের অভিযোগ, শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার বধূর দেহ। আর এই ঘটনায় উওজেনা ছড়ালো এলাকায়। বহু দিন ধরে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ চলছিল বলে দাবি করেছে মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন। কুলতলি তে এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মৃতার নাম মানোয়ারা মোল্লা(২০)। পণের দাবিতে তাঁর উপর অত্যাচার করা হত বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, স্বামী মাঝিদুল মণ্ডল এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জতি ছিলো বলেও অভিযোগ। তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ চলছিল বলেও দাবি করেছে মৃতার বাপেরবাড়ির লোকজন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারইপুর থানা এলাকায় মানোয়ারা মোল্লার বাড়ি। তাঁর শ্বশুরবাড়ি কুলতলি থানা এলাকায়। বছর দেড়েক আগে মানোয়ার ও মাঝিদুলের সঙ্গে ফোনে আলাপ করা কয়েক মাস কথাবার্তায় দু’জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। বছর দেড়েক আগে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মানোয়ারার বাড়িতে চলে যান মাঝিদুল। সেখানেই দু’জনের বিয়ে হয়। মেয়ের ইচ্ছা থাকায় মানোয়ারার পরিবারের লোকজন আর ওই বিয়েতে কোনো আপত্তি করেননি বলে খবর। কিছুদিন সেখানেই থাকার পর স্ত্রীকে নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরেছিলেন মাঝিদুল।অভিযোগ,শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার পর থেকেই মানোয়ারার উপর শারীরিক ও মানসিক

অত্যাচার শুরু হয় বলে অভিযোগ। বিয়ের সময় পণের টাকা,সোনার গয়না সবই মানোয়ারার বাপেরবাড়ির তরফ থেকে দেওয়া হয় বলে খবর। তারপরও আরও টাকা বাপেরবাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য মানোয়ারাকে



শ্বশুরবাড়ির লোকজন চাপ দিতো বলে অভিযোগ। মৃতার বাপেরবাড়ির তরফে অভিযোগ, মাঝিদুলের এক মহিলার সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল। সেই কথা জানার পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ চলছিল বলে খবর। প্রতিবাদ করলে মানোয়ারার উপর চলতো শারীরিক নির্যাতন। এমনকি এক সময় বাপেরবাড়ির লোকজন দের মানোয়ারার সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত করতে দেওয়া হত না বলে অভিযোগ। বুধবার মানোয়ারার বাপেরবাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। তার আগে এদিন শ্বশুরবাড়িতে মানোয়ারাকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে দেখা যায় বলে খবর। শ্বশুরবাড়ির লোকজন মৃতার বাপেরবাড়িতে ফোন মারফত খবর

দেওয়া হয় , মানোয়ারা ‘ হয়েছে। যদিও সেই কথা মানতে চায়নি লোকজন। মানোয়ারাকে ‘ করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তাঁরা। মৃতার পরিবারের দাবি,সোমবার বিকাল পর্যন্ত ফোনে

সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন রক্ষায় কি কি করনীয় সে বিষয়ে আলোচনা সভা

দূরন্ত বার্তা ,জয়নগর, ১ জুলাই : সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন রক্ষায় কি কি করনীয় সে বিষয়ে

বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা, ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক



অরুণা ভবনে সরকারি উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা হয়ে গেল মঙ্গলবার। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বারবার জীবনঝুিকির মুখোমুখি হচ্ছে সুন্দরবন মৎস্যজীবীরা।এদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার নেতৃত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন

পরেশরাম দাস,রাজ্য বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।এদিনের বৈঠকে মসাজীবদের জীবনের ঝুঁকি, দুর্ঘটনা, নৌকা ও টুলার ডুবি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণহানির আশঙ্কা ইত্যাদি বাক্তব পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জানানো হয়, প্রতিবছর বহু মৎস্যজীবী গভীর

সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে দুর্যোগে প্রাণ হারান অথবা নিখোঁজ হন। অনেকেই জীবনের সঙ্গে লড়াই করে ফিরলে ও কারও কারও জীবনের অবদান ঘটে গভীর সমুদ্রে।এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় মৎস্যজীবীদের আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম যেমন লাইফ জ্যাকেট, স্যাটেলাইট ফোন, ট্র্যাকিং সিস্টেমসহ অন্যান্য সহায়ক প্রযুক্তি সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী মৎস্যজীবীদের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের প্রতিক্রিতি দেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।এদিন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, মৎস্যজীবীরা শুধুই মৎস্যজীবী নয়, তারা আমাদের সামাজিক সম্পদের রক্ষকা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের সামাজিক সম্পদের রক্ষা করে আগ্রাধিকার।আর আমরা তাদের পাশে থেকে কি ভাবে সহায়তা করতে পারি সেটিই দেখা হবে।

সোনারপুর কলেজে এবার দাদার কীর্তি সামনে উঠে এলো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সোনারপুর, ১ জুলাই : এবার সোনারপুর কলেজে দাদার কীর্তি ভাইরাল,এক ছাত্র নেতা মাথা টেপাচ্ছেন এক ছাত্রীকে দিয়ে।সোনারপুর মহাবিদ্যালয়ে ফের ‘ কীর্তি’ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে একটি ভিডিও (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা হয়নি) যেখানে দেখা যাচ্ছে, কলেজ চত্বরে নবাগত এক ছাত্রীকে দিয়ে মাথা টেপাচ্ছেন বছর ৪৪-র ছাত্র নেতা প্রতীক কুমার দে। আর বিষয়টি সামনে আসতেই শুরু হয়ে গেছে জোর বিতর্ক। প্রতীকের পরিচয় রীতিমতো চমকপ্রদ।তিনি সোনারপুর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সোনারপুর কো-অর্ডিনেটর। তাঁকে এই পদে নিযুক্ত করেছেন সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক লাভলি মৈত্র। পাশাপাশি, প্রতীক রাজপুর টাউন তৃণমূল যুব কম্প্রেসের সভাপতি এবং সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি পদেও রয়েছেন। তাই প্রশ্ন উঠছে, বারইপুর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হয়েও কীভাবে প্রতীক সোনারপুর কলেজে এতখানি প্রভাব খাটায়।

বিরোধীদের দাবি,এই প্রভাব লাভলি মৈত্রের ‘ এক সময় রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১৫ নম্বর



ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পাপিয়া হালদার সোনারপুর থানায় প্রতীকের বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক হেনস্থার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। মঙ্গলবার এবিষয়ে পাপিয়া হালদার বলেন,আমি আগেই অভিযোগ জানিয়েছিলাম। আজকের ঘটনা ফের প্রমাণ করলো আমি ঠিক বলেছিলাম। এটি অত্যন্ত লজ্জার। দলীয় নেতৃত্বকে সব জানানো হয়েছে। তারা বিষয়টি খতিয়ে

দেখছেন। আর এই ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে,

কলেজ কি ছাত্র রাজনীতির আড়ালে ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রদর্শনের মঞ্চ হয়ে উঠছে।আর দলীয় নেতৃত্ব কবে মুখ খুলবে,এখন সেদিকেই তাকিয়ে ছাত্র মূল্য। তবে এবিষয়ে অভিযুক্ত ছাত্র নেতা প্রতীক দের সাফ জবাব, এটা এডিট ভিডিও, এটা দিয়ে আমাকে ও দলকে বদনাম করা হচ্ছো।আর এই ভিডিও তে দেখতে পাওয়া ছাত্রীটি ও এই ভিডিও টি ফেক বলে অভিহিত করেছে।

তারাতলা মেট্রো স্টেশনে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণের আয়োজন

কলকাতা, ১ জুলাই : যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে সন্তায় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শ্রী পি উদয় কুমার রেডিও, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে নিম্নলিখিতের ‘বক্সকভার জীবনরোখা’ হিসেবে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করেন যাতে আগুনের মতো যেকোনো অগ্নীভিকের ঘটনা এড়ানো যায়। ট্রানেলের তৈরিত বা ভায়াডাক্টে যেকোনো অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, কলকাতার মেট্রো রেলওয়েতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।০৮.০৭.২০২৫ তারিখে তারাতলা মেট্রো

স্টেশনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মাঠ কর্মীদের জন্য একটি অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এই প্রশিক্ষণে, মেট্রো কর্মীদের বিভিন্ন অগ্নি এবং ষোঁয়ার পরিস্থিতির সিমুলেশনের মাধ্যমে আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ট্রাফিক বিভাগের কর্মীরা এবং আরপিএফ কর্মীরা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ মাঠ কর্মীদের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে আরও তীব্র করে।

বৃহস্পতিবার, ১০ জুলাই, ২০২৫ ৷৩

রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস-র বিরুদ্ধে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা

কলকাতা, ১ জুলাই : ভারতের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা শিশু এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের নিম্ন শ্বাস নালীর সংক্রমণের একটি অত্যন্ত সংক্রামক কিন্তু কম আলোচিত কারণ, রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস এর প্রতি জরুরি মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।আরএসডি, যা প্রায়শই হালকা মৌসুমী ঠান্ডা বলে ভুল হয়, প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় ৬.৬ মিলিয়ন শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং প্রায় ১০০,০০০ শিশুর মৃত্যু হয়। ভারত, যেখানে বার্ষিক প্রায় ২.৫ কোটি শিশুদের জন্মের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, এই বোঝায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। দেশের বর্ষা এবং শীতের শুরুর মাসগুলিতে এর প্রভাব বিশেষভাবে তীব্র হয়, যখন নবজাতক আইসিইউতে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উদ্বেগজনকভাবে, এমনকি সমস্ত আর্থ-সামাজিক পটভূমির সুষ্ব, পূর্ণ-মেয়াদী শিশুদেরও আরএসডি -সম্পর্কিত জটিলতার কারণে প্রায়শই অক্সিজেন বা ভেন্টিলেটর সহায়তার প্রয়োজন হয়। অতএব, তরুণদের জীবনে এই রোগের প্রভাব কমাতে উপলব্ধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিভাবক এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নদীর চরে ম্যানগ্রোভ কেটে পোল্ট্রি ফার্ম হচ্ছে সুন্দরবনে

দূরন্ত বার্তা,পাথরপ্রতিমা, ১ জুলাই : নদীর চরে ম্যানগ্রোভ কেটে পোল্ট্রি ফার্ম তৈরির অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে।আর এই ঘটনাটি ঘটেছেপাথর প্রতিমার ভাগবতপুর এলাকায়। এনিজে গ্রামবাঙ্গীরা বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন।পুলিসের নির্দেশে এখন পোল্ট্রি তৈরির কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।জনা যায়, মেদিনীপুরের এক ব্যক্তি ওই নদীর চরে বিক্রি করেছেন। তার দলিল পর্যন্ত রয়েছে।সেই দলিলকে সম্বল করে চরের উপরে থাকা ম্যানগ্রোভ কেটে পোল্ট্রি ফার্ম বানানোর পড়া হয়েছে। গ্রামবাঙ্গীদের অভিযোগ, এক পঞ্চায়েত সদস্য দাড়িয়ে থেকে এই কাজ করাচ্ছেন। যদিও তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।এ বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, এখানে নদীর চরে জোয়ার-ভাটা খেলে। এছাড়াও এখানে প্রচুর ম্যানগ্রোভ রয়েছে। কিন্তু ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে পঞ্চায়েত সদস্য দাড়িয়ে থেকে পোল্ট্রি ফার্ম বানাচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।এ ব্যাপারে পাথরপ্রতিমার বিভিন্ন শেখ ইজরারলা বলেন,একটি অভিযোগ পত্র পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। আপাতত কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আর পরিসেবশিদেরর মতে এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রাজনৈতিক মদতে ধ্বংস করা কাজ বন্ধ না হলে সুন্দরবন শেষ হয়ে যাবে।

মহিলাদের ঠিকিয়ে নিজের অ্যাকাউন্টে টাকা পাচার করতেন, ধৃত যুবক

বনস্পতি দে, তারকেশ্বর, ১ জুলাই : বাধা হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ‘ কার্তিকেয় নামে। ভালো থাকার আশায় কম সুদে খণের দিকে ঝুঁকেছিলেন গ্রামের অনেক মহিলাই। অভিযোগ, তাতেই সর্বস্বান্ত হওয়ার অবস্থা। বেশ কিছু দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকলেও শেষ রক্ষা হলো না। পুলিশের জালে ধরা পড়লেন অভিযুক্ত কার্তিক সাউ। যদিও কার্তিকের দাবি, তিনি কোনও প্রতারণা করেননি। হুগলির তারকেশ্বর থানা এলাকার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, গত দু’বছর ধরে হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকায় গ্রামের মহিলাদের ভুল বৃষ্টিয়ে নথি সংগ্রহ করতেন কার্তিকা। অভিযোগ, সেই নথি নিয়ে বিভিন্ন মাইক্রো ফিন্যান্স সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিতেন। সামান্য কিছু টাকা এই মহিলাদের দিয়ে, সেই টাকা চালান করতেন নিজের অ্যাকাউন্টে। পরে যে সংস্থা ধার দিয়েছে, চড়াও হতো মহিলাদের বাড়িতে। পুলিশ জানতে পেরেছে, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ জন মহিলার ডেটার কার্ড, আধার কার্ড-সহ বিভিন্ন নথি নিয়ে প্রায় ১ কোটি টাকা আত্মসা করেছেন এই যুবক। মাস তিনেক আগে তারকেশ্বর থানায় কার্তিক সাউয়ের নামে দু’টি অভিযোগ দায়ের হয়। একটি

অভিযোগ করেন ঋণ প্রদানকারী সংস্থা, অন্যটি বেশ কয়েকজন প্রতারিত মহিলা। তার পরেই তদন্তে নামে পুলিশ।তবে এই প্রতারণার পরে কার্তিক তারকেশ্বর ছেড়ে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। পুলিশও তক্কে তক্কে ছিল। তাঁর স্ত্রীর ফোনের লোকেশন ট্রাক করা শুরু করে। এর পরেই জানতে পারে, বেশ কিছু দিন গুজরাটে ছিল। এর পরে ফিরে আসে বাংলায়।

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল শ্রী শ্রীমতী সুজাতা দাস স্বামী শ্রী তুষার কুমার দাস, সাং বালিটি কুড়ি জগাছা হাওড়া। উক্ত শ্রী রনজিত মলিক, শ্রী অভিজিত মলিক, শ্রীমতী মমতা সরকার, শ্রীমতী কবিতা নন্দি, শ্রীমত্যা সবিতা মলিক উভয়ের পিতা নীলকমল মলিক এর নিকট ইহতে A.D.৪৫ ডোমজুড় রেজিস্ট্রীকৃত ৫১৩৫/২৪ আমলেকোর নামা দলিল দ্বারা থানা জগাছা হাল দাশনগর মৌজা বালিনিকুড়ি J.L101LRখতিয়ান ২৮৮২ LR দাগ ও LR দাগ-966, 956,953, ৬ কাঠা ২ হুটকা ৫ বর্গফুট (০.০৪১৫ একর) জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগন বা স্বার্থসংক্লিষ্ট কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাস-এর মধ্যে B.L.& L.R.O বালি জগাছা অফিসে আপীল করতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ ধার্য হইবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e- TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (Civil)/BR.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works: 1) NIT No. : KMC/XIII/122/19-25-26/UTTARAN (1st CALL) Name of Work : Development of C.C. pavement at Pramod Nagar, KK Road, Kalipur EXT Near PR. No.-958, 423, 229B at Uttaran Area in Ward No.-122, BR.-XIII; Work Value : Rs. 3,55,439.98; Earnest Money : Rs. 7,200.00; Period of Completion : 30 days.
2) NIT No. : KMC/XIII/115/21/25-26/US (1st CALL) Name of Work : Construction of U/G Sewer Line near Pre. No.- 163/N, K.G. Road (Slum Area) in Ward No. 115. Work Value : Rs. 2,40,820.02; Earnest Money : Rs. 5,000.00; Period of Completion : 25 days.
3) NIT No. : KMC/XIII/118/14/25-26 (1st CALL) Name of Work : Development/Improvement of Road by Laying of Hot-Mix works at Kabiguru Sarani from PR. No. 40B to 105A in Ward No. 118; Work Value : Rs. 4,16,887.53; Earnest Money : Rs. 8,500.00; Period of Completion : 45 days.
4) NIT No. : KMC/XIII/120/01/4/25-26/BS (1st CALL) Name of Work : Dev. of under ground swer at Gas Co. Gully (Uttaran Area) at Bama Charan Roy Road by s/e lane near PR. No. 10/6, 176 etc. in Ward No. 120, BR.-XIII; Work Value : Rs. 3,99,798.43; Earnest Money : Rs. 8,000.00; Period of Completion : 35 days.
5) NIT No. : KMC/XIII/119/07/25-26/UT (1st CALL) Name of Work : Maintenance of U/G Sewer at Different Uttaran Area in Ward No. 119; Work Value : Rs. 2,99,456.92; Earnest Money : Rs. 6,000.00; Period of Completion : 40 days. Last Date and Time of submission of bid : 19.07.2025 up to 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 5); Tender will be opened on : 21.07.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 5); The bid forms and other details are available on and from 11.07.2025 from 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 5); The website https://tenderer.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 5)
The Executive Engineer (C)/BR.-XI, KMC invites percentage rate e-tender to bid two bid system for the following work : NIT No. : XI/104/022/2025-26/R/BUSTEE Name of Work : Desilting of U.G. Drain at Different Bustee area viz. Naskar Para, Middle Road, Charak Avenue, Viveknagar & Surrounding area in Ward No. 104. Estimated Value (including GST and CESS) : Rs. 1,97,791.47; Earnest Money : Rs. 4,000.00; Time of Completion : 60 days. Last Date and Time of submission of bid : 18.07.2025 - 12 Noon; Date and Time of Opening of Bid : 21.07.2025 - 12 Noon; The bid forms and other details are available on and from 11.07.2025 from 5 p.m.; The website https://tenderer.wb.nic.in
61125-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-২১৯, বৃহস্পতিবার, ২৫ আষাঢ় ১৪৩২

দূষণ বাড়ে, দায় কাদের?

পরিবেশ সুরক্ষার প্রশ্নে আজ আমাদের সবাইকে নাড়িয়ে দিচ্ছে এক গুরুতর সত্য-প্লাস্টিক দূষণ। পৃথিবীজুড়ে যেখানে প্লাস্টিক বর্জ্য এক ভয়ংকর মহামারির রূপ নিচ্ছে, সেখানে ভারতের মতো একটি জনবহুল দেশে এই সমস্যা যেন আরও প্রকট। আশ্চর্যের বিষয়, সাধারণ মানুষকে বারবার নিষেধ করা হচ্ছে প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে, অথচ যারা বৃহৎ আকারে প্লাস্টিক উৎপাদন ও ব্যবহার করছেন-বিশ্ববিখ্যাত বহুজাতিক সংস্থাগুলি-তাদের দিকে তেমন কোনো কড়া প্রশ্ন ছোড়া হচ্ছে না। প্রশ্নটা সোজা-এই বহুজাতিক সংস্থাগুলো কেন বাধ্য করা হচ্ছে না বিকল্প প্যাকেজিং ব্যবস্থার পথে হটতে? চিপস, বিস্কুট, কোমল পানীয়, প্রসাধনী কিংবা গুণ্ডু-সব ক্ষেত্রেই যে পরিমাণে প্লাস্টিক প্যাকেজিং ব্যবহার হচ্ছে, তা বিশাল। অথচ সেই সব বহুজাতিক কোম্পানি, যাদের রয়েছে কোটি কোটি টাকার গবেষণা বাজেট, যাদের ল্যাবরেটরিতে বসে অসংখ্য গবেষক নতুন পণ্য আনছে বাজারে-তারা কি চাইলেই টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং উৎপাদনে খুঁজে বার করতে পারত না? নাকি তারা সেই দায়িত্বটা অন্যদের বাড়ে চাপিয়ে শুধু লাভের হিসেব কষে চলেছে? ভারতের মতো দেশে আজও বহু মানুষ খোলা বাজার থেকে দ্রব্য কিনে থাকেন। কিন্তু শুষ্কপানের খপ্পরে পড়ে বা আধুনিকতার নাম করে বহু মানুষ এখন সেগুলি ছেড়ে ব্র্যান্ডেড পণ্য কিনছেন। আর সেই জায়গাটাতেই বহুজাতিক সংস্থাগুলি দখল নিয়েছে বাজার। অতি ক্ষুদ্র একটি চিপসের প্যাকেট বা ৫ টাকার বিস্কুটের মোড়ক-সবই একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া হয়। সেই মোড়ক ভেঙ্গে বেড়ায় নদীতে, আটকে যায় নদমায়, জড়িয়ে ধরে গাছের ডালে, প্রাণীর পাকস্থলিতে গিয়ে সৃষ্টি করে মৃত্যুর কারণ। তবে এ সমস্যার দায় শুধু সাধারণ মানুষের নয়। কারণ, মানুষ তো ওই পণ্যই ব্যবহার করছে, যা সহজলভ্য ও সস্তা। কিন্তু এই সমস্যার মূল উৎস যে উৎপাদক সংস্থাগুলি, তাদের যি সরকার নিয়ন্ত্রণ না করে, তাহলে তো প্রকৃত সমস্যার সমাধান হবে না। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মিলিত ভাবে যখন ‘মুক্ত ভারত’ গড়ার ডাক দিচ্ছে, তখন প্রশ্ন জাগে-এই উদ্যোগ কি কেবলমাত্র হকার, ছোট ব্যবসায়ী কিংবা সাধারণ ক্ষেত্রের জন্য? শহরের ফুটপাথ থেকে প্লাস্টিক সন্ধানের কাজ চললেও, কেন বড় বড় কোম্পানিগুলোর জন্য নেই কোনও বাধ্যবাধকতা? কেন তাদের বলা হচ্ছে না পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং চালু করতে? অনেক দেশেই ইতিমধ্যেই আইন করে একাধিক বহুজাতিক সংস্থাকে বাধ্য করা হয়েছে কম্পোস্টেবল বা বায়োডিগ্রেডেবল প্যাকেজিং ব্যবহারের জন্য। ইউরোপ, কানাডা, এমনকি চিলি বা কেনিয়ার মতো উন্নয়নশীল দেশেও প্লাস্টিক নিয়ন্ত্রণে সরকারি হস্তক্ষেপ কার্যকর হয়েছে। তাহলে ভারত পিছিয়ে থাকবে কেন? পরিবেশ রক্ষা করতে হলে শুধুমাত্র প্লাস্টিক ব্যাগ বা ধার্মেকাল নিষিদ্ধ করলেই চলবে না। আমাদের দেখতে হবে, বাজারে চলতে থাকা সবধরনের প্লাস্টিক পণ্যের উৎপাদন এবং প্যাকেজিং-এর উৎস কোথা থেকে আসছে। তেমনি দেখতে হবে, কোন সংস্থাগুলি সেই প্লাস্টিক ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে। সরকার চাইলে আজই নিয়ম করে বলতে পারে, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমস্ত বহুজাতিক কোম্পানি বিকল্প প্যাকেজিং চালু করতে হবে। এবং এই গবেষণার খরচ সেই কোম্পানিগুলোকে বহন করতে হবে। তাই প্রথমদিকে উৎপাদন খরচ কিছুটা বাড়লেও, দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশের উপকার তো হবেই, সেই সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের একটি উদাহরণ তৈরি হবে। সাধারণ মানুষ পরিবেশ সচেতন হতে শিখবে। তারা বাজারে কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছেন, ধার্মেকল এড়াচ্ছেন, জল জমিয়ে ব্যবহার করছেন। তবে শুধুমাত্র তাদের ওপর এই দায় চাপিয়ে দিলে অবিচার হবে। বৃহৎ পুঁজির মালিকানায় চলা বহুজাতিক সংস্থাগুলো উচিত, এই প্রহকে বাঁচানোর লড়াইয়ে অংশ নেওয়া-না হলে, একদিন তাদের পণ্যের কোনো ক্রেতা থাকবেই না।

ব্রিকস দেশগুলিকে শুল্কের হুমকি-ট্রাম্পের বাণিজ্যনীতি কি নতুন সংঘাতের সূচনা?

বিশেষ প্রতিবেদন : আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে এক চাঞ্চল্যকর ঘোষণা করে আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, যদি তিনি আবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন, তবে ব্রিকস অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির উপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। এই মন্তব্যে নতুন বিতর্ক এবং উল্লেখ-বিশেষ করে ভারত সহ ব্রিকস-ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে। ব্রিকস-বার সদস্য দেশগুলি হল ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা-বিগত কয়েক বছরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক জোট পরিণত হয়েছে। এই জোটের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিশ্বাশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা এবং পশ্চিমা দুনিয়ার লাফট কমিয়ে একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ভারসাম্য গড়ে তোলা। কিন্তু ট্রাম্পের সাম্প্রতিক ঘোষণায় স্পষ্ট, আমেরিকা হয়েছে এই উদীয়মান জোটকে কৌশলগতভাবে চাপে রাখতে চাইছে। ট্রাম্প আগেও আমেরিকান অর্থনীতিকে প্রথম রাখার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তার শাসনকালে ‘ফার্স্ট নীতি অনুসরণ করে তিনি একাধিকবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতিতে পরিবর্তন এনেছেন এবং বিশ্ব বাণিজ্যে একরকম অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। এবারও তিনি বলছেন, আমেরিকার রফতানির সঙ্গে সামুজ্য রেখে বিশ্বের সমস্ত দেশের উপর ১০ শতাংশ শুল্ক বসানো হবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে ব্রিকস-ভুক্ত দেশগুলির ওপর সরাসরি প্রভাব পড়বে, যার মধ্যে ভারত অন্যতম। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বর্তমান বাণিজ্যিক সম্পর্ক যথেষ্ট গভীর হলেও, শুল্কের এই হুমকি ভারতের অর্থনীতি ও রফতানির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। তথ্য বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ভারত আমেরিকায় প্রায় ৭৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করেছে। এই রফতানির উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ হলে ভারতীয় শিল্প ও উৎপাদকরা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বেন। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে, ট্রাম্পের বক্তব্য শুধুই নির্বাসী প্রচারের অংশ, না কি ভবিষ্যতে সত্যিই এমন নীতির পথে হটবেন তিনি? যদি এটি নিছক হুমকি না হয় এবং ভবিষ্যতের বাণিজ্য নীতিতে প্রতিক্রিয়া তৈর্য, তাহলে তা শুধু ব্রিকস নয়, গোটা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

অনুকূল ঠাকুরের বাণী



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ, যিনি মানুষের জীবনকে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও মানবসেবার মাধ্যমে উন্নত করার শিক্ষা দিয়েছেন। তার বাণীগুলি অত্যন্ত সহজ, বাস্তবমুখী ও হৃদয়গ্রাহী। ঠাকুর বলতেন, “সত্যকে ভালবাসো, সকে অনুসরণ করো, সজ্ঞনদের সান্নিধ্যে থাকো, নিজেকে জানো, অন্যকে জানো, তবেই জীবনের পরিপূর্ণতা আসবে।” তিনি আরও বলতেন-“জীবন মানেই সাধনা, আর সাধনা মানেই সেবা। ঈশ্বরের সেবা বাঁশুসে, মমুষ্যেই পরমস্ব।” ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, সেই ঈশ্বরকে ভালোবাসাই প্রকৃত ধর্ম। তিনি প্রতিটি মানুষকে তার নিজস্ব কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সমাজ ও জাতির কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। অন্যকে বড় করে তোলা, তবেই তুমিও বড় হবে-এই ছিল তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। তিনি বিশ্বাস করতেন, চরিত্র গঠন, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সং পথে চলাই মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আজও তাঁর বাণী কোটি মানুষের জীবনের দিশারী। ঠাকুরের শিক্ষা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়-নরতা, প্রেম, কর্তব্যবোধ আর সত্যবাদিতার মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে।

গুরু পূর্ণিমা : আলোর পথ প্রদর্শক কে স্মরণ করার পবিত্র দিন

বিশেষ প্রতিবেদন : ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার মূল ভিত্তিগুলির অন্যতম হল গুরুত্ব। একজন গুরু শুধুমাত্র জ্ঞানের দাতা নন, তিনিই জীবনের সঠিক পথে এগিয়ে। চলার পথপ্রদর্শক। সেই গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দিনই হল গুরু পূর্ণিমা। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয় এই বিশেষ দিনটি, যা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে সামান্য গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়। গুরু পূর্ণিমা কেবল একটি আচারানুষ্ঠান নয়, বরং তা আমাদের সাংস্কৃতিক ও মানসিক গভীরতার প্রতিফলন। এই দিনটি গভীরতার প্রতিফলন, শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্লেষণের উপলক্ষ। গুরু শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘দূর করে যিনি আলোর সন্ধান দেন’। সংস্কৃত ‘অর্থ অন্ধকার, আর ‘মানে যিনি তা সরিয়ে দেন। অর্থাৎ গুরু হলেন সেই মহাপুরুষ, যিনি অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলো দেন। এই ধারণার মধ্যে শুধু শিক্ষকের শ্রদ্ধাই নেই, আছে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের এক গূঢ় আধ্যাত্মিক গুণগল। ভারতীয় পরম্পরায় গুরু-শিষ্য সম্পর্ক কেবল পাঠদান বা বিদ্যাচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি জীবন গঠনের এক অনন্য সংযোগ। গুরু শিষ্যকে কেবল পাঠ্যবই শিক্ষান না, শেখান জীবনকে কীভাবে উপলব্ধি করতে হয়, কীভাবে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে হয়। গুরু পূর্ণিমার পেছনে একাধিক

আজকের আধুনিক সমাজে শব্দটি কখনও স্কুল-কলেজের শিক্ষকের মধ্যে সীমিত হয়ে গেছে, আবার কখনও শুধুমাত্র ধর্মীয় গুরুদের মধ্যেই আবদ্ধ। অথচ, জীবন জুড়ে এমন অনেক মানুষ

আছেন, যাঁরা আমাদের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের লক্ষ্য-সব কিছুকে প্রভাবিত করেছেন। মা, বাবা, শিক্ষক, এমনকি কোনও এক কথায় আমাদের জীবন বদলে দেওয়া মানুষ-সবার মধ্যেই গুরুর ছায়া লুকিয়ে থাকে। গুরু পূর্ণিমা এইসব মানুষদের সম্মান জানাবার একটি উপলক্ষ। বৌদ্ধ ধর্মেও গুরু পূর্ণিমার তাপর্য গভীর। বলা হয়, বুদ্ধ এই দিনেই তাঁর প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁর পঞ্চশিষ্যকে, সারনাতো। সেই থেকেই এই দিনটি ‘চক্র প্রবর্তন দিবস’ হিসেবে বিবেচিত হয়। বুদ্ধের এই উপদেশই পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করে। জৈন ধর্মাবলম্বীরাও এই দিনে তাঁদের তীর্থঙ্করদের স্মরণ করেন, বিশেষত মহাবীরের প্রধান শিষ্য গৌতম গান্ধারের সঙ্গে। এই তিথির সম্পর্ক জুড়ে আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ছন্দ বদলেছে, বদলেছে শিক্ষার পদ্ধতি, প্রযুক্তির ব্যবহার। কিন্তু গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মৌলিক গুরুত্ব আজও অপরিবর্তিত। আজকের দিনে যখন আমরা গুণগল বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে উত্তর খুঁজি, তখনও জীবনের জটিল প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারেন একমাত্র একজন প্রকৃত গুরু। এমন এক জন, যিনি আমাদের চিন্তাকে জগ্রত করেন, আমাদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে সাহায্য করেন এবং আমাদের অন্তর আত্মাকে আলোকিত করেন। গুরু

ভোট উৎসব হোক, কিন্তু পদ্ধতিটাও হোক

গণতান্ত্রিক-গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপের সন্ধান

গণতন্ত্রে ভোট একটি পবিত্র উৎসব। যেভাবে একটি সমাজে ধর্মীয় উৎসব বা জাতীয় উৎসব সন্মানকে একত্র করে, ঠিক তেমনভাবেই ভোটের দিন নাগরিকদের এক অভিন্ন কর্তব্যের স্মারক হয়ে ওঠে। ভোট শুধুমাত্র একটি দায় কাণ্ড ফেলার প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি প্রতিশ্রুতি - নাগরিকের তরফে রাষ্ট্রের প্রতি, রাষ্ট্রের তরফে নাগরিকের প্রতি। এই প্রতিশ্রুতি তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে, যখন তার প্রতিটি ধাপ যত্ন স্বচ্ছ, সুষ্ট ও গণতান্ত্রিক। কিন্তু বর্তমানে ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা কিছু প্রশ্নবিদ্ধ দিক আমাদের এই প্রতিশ্রুতির প্রকৃত রূপ

নিয়ে ভাবতে বাধ্য করছে। বিভিন্ন অংশে ভোট অংশগ্রহণের হার নিয়ে যেমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তেমনি ভোটহরণের পদ্ধতি নিয়েও উঠছে গুরুতর প্রশ্ন। ভোটারদের মধ্যে ভীতি, দমন-পীড়ন, অস্বচ্ছ প্রশাসনিক ভূমিকা, নির্বাচন কমিশনের নিপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ - এই সব মিলিয়ে এক উৎসবের আড়ালে যে কঠোর বাস্তব রয়েছে, তা ক্রমেই প্রকাশ পাচ্ছে। ভারতের সংবিধান আমাদের দিচ্ছে- কিন্তু এই অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ কীভাবে হচ্ছে, সেটাই মূল প্রশ্ন। ভোট দিতে যাওয়ার পথে যদি সাধারণ মানুষকে ভয়ের মধ্যে চলতে হয়, যদি বুথে গিয়ে তারা নিরাপদ না বোধ করেন, দীর্ঘ ভাবনে তাঁর ভোট কাউন্ট হবেন না বা জাল ভোট হয়ে গেলে, তাহলে সেই গণতন্ত্র কি আস্তে আস্তে ধারেকা হয়ে ওঠে? এই প্রশ্নকে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের উচিত নিপেক্ষতা ও ন্যায্যতার সঙ্গে কাজ করা। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা দেখতে

থাকে। কিন্তু মিডিয়ার একটি বড় অংশ এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষের হয়ে কাজ করছে বলেই অভিযোগ উঠছে। ফলে ভোটার সত্য জানার সুযোগ পাচ্ছেন না। যখন সংবাদ মাধ্যম প্রভাবিত হয়, তখন জনমত তৈরি হওয়ার পথে বাধা আসে। মিডিয়ার স্বাধীনতা আর জনগণের স্বাধীন তাবনা-এই দুটির মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, তা ভেঙে গেলে গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ হয়ে যায়। অন্যদিকে, সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো ভুয়া খবর বা ভিত্তিও নতুন করে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে এইসব অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজনীতি এখন প্রযুক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক আশুপা যুদ্ধে নেমেছে, যার ফলেই সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য অনেক কঠোর পরিশ্রম না। এই অবস্থায় নির্বাচন কমিশনের উচিত, কড়া নজর রাখা এবং বিভ্রান্তিকর প্রচার রূখতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। এই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও জনগণের মধ্যে যে গণতন্ত্রের প্রতি আকাঙ্ক্ষা রয়েছে,

বাইশগজ

এবার বুমরাহকে বলা যাক, পর্যাণ্ত বিশ্রাম পাবে

বিপক্ষের ২০টা উইকেট তুলতে পারে। ৩৩৬ রানে ইংল্যান্ডের এজবাষ্টন দুর্গের পতন ঘটিয়ে অধিনায়ক গিল বলেছিলেন, ‘জসপ্রীত (বুমরাহ) দাদা বিশ্বের সেরা বোলার। কিন্তু উনি না থাকলেও আমাদের যে কোনো বোলিং আক্রমণ প্রতিপক্ষের ২০ উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এই টেস্টই তার প্রমাণ।’

সিরাজ উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা যে রাখে, নতুন কথা নয়। কিন্তু আকাশ আমাদের নতুন অস্ত্র। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে সুযোগ পেয়েও তেমন কিছু করে দেখাতে পারেনি। কিন্তু ইংল্যান্ডের বুকে আকাশ যেন আকাশ ভরা আলো। তার এই সাফল্যের পর ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট অনায়াসেই বুমরাহকে বলতে পারে, দরকার হলেই বিশ্রাম নিতে পারে। বিশ্রাম নিয়ে দেহ- মনে তরতাজা আর চরম উইকেট ক্ষুধার্ত হয়ে ফিরে এসে। শামিকে বলতে পারে, আরও বিশ্রাম নাও। তেমনাকে দরকার আছে খুবই। কিন্তু চোট পুরোপুরি সারিয়ে এসে। দরকার হলে সিরাজকেও লর্ডস টেস্টে বিশ্রাম দিতে পারে। কেন না, আমাদের বিকল্প পেসাররা আছে। আকাশ দীপের এই সাফল্যের পর এমন হতেই পারে। ১০ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে লর্ডসে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। তার আগে, ইংল্যান্ড পড়েছে মস্ত বিপদে। ব্যাটিং উইকেটে বাজবলের তাণ্ডব চালিয়ে এই সিরিজ সহজেই পকেটে পুরবে, এমনই বিশ্বাস ছিল তাদের টিম ম্যানেজমেন্টের। ইংলিশ প্রেস দাবি করতে শুরু করেছিল, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এসেজ সিরিজের আগে ভারতের বিকল্পে পাঁচটা টেস্ট নেহাতই প্র্যাকটিস গেম হবে। হেডিলের প্রথম টেস্ট ৩৭১ ধাওয়া করে ইংল্যান্ডের জয়, এই দাবিকে পরিপূর্ণ করছে। কিন্তু এজবাষ্টনে তাদের বিশাল পরাজয় টিম ম্যানেজমেন্টের ঘুম উড়িয়েছে। কোন পিচে বাকি টেস্টে মাঝে ফেলবে, এটাই মূল চিন্তা। ব্যাটিং পিচে ভারতীয় বোলাররা প্যাডে চড়ে। তাহলে কি সিমিড উইকেট বানিয়ে দলে ফাস্ট বোলার বাড়াবে? নাকি

পথে চলে গেছে, যেখানে শিক্ষার মানচিত্র শুধুমাত্র ডিগ্রি, চাকরি বা পক্ষীক্ষার নম্বরে সীমাবদ্ধ। কিন্তু গুরু পূর্ণিমা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়-জীবন গঠনের মূল চাবিকাঠি হল চিন্তার দিশা, যা একজন প্রকৃত গুরুই দিতে পারেন। তাই এই দিনে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা নয়, প্রয়োজন মন থেকে অনুভব করার, কে আমাদের সত্যিকারের গুরু, আর আমরা কীভাবে তাঁর দেখানো পথে চলতে পারছি। গুরু পূর্ণিমা শুধুমাত্র অতীত স্মরণ নয়, বরং বর্তমানকে উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলার শপথ। এই দিনটি আমাদের শেখায় নব্রতা, শ্রদ্ধা, আত্মশুদ্ধি ও দায়িত্ববোধ। গুরু শুধু একজন ব্যক্তিই নন, তিনি একটি দর্শন, একটি চেতনা, যা আমাদের আলো দেখায়, আমাদের জীবনের অন্ধকার সরিয়ে সত্য, জ্ঞান ও প্রেমের পথে নিয়ে যায়। এই গুরু পূর্ণিমায়, আসুন কৃতজ্ঞতার মাথা নত করি তাঁদের সামনে, যাদের হাত ধরে আমরা চলতে শিখেছি, ভাবতে শিখেছি, এবং নিজেকে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। চলতে পারছি। গুরু পূর্ণিমা প্রতিটি স্তরে, একজন গুরু আছেন, যিনি আমাদের জীবনের পথে এক অদৃশ্য আলো হয়ে জ্বলতে থাকেন। তাঁকেই প্রণাম এই বিশেষ দিনে।

ভারতে নীচু জলস্তর বিপর্যয়ের মুখে-সমাধান কোথায়?

বিশেষ প্রতিবেদন : ভারতে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের ক্রমহ্রাস যেন অদৃশ্য এক বিপর্যয়, যা প্রতিনিয়ত গভীর সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে। বর্ষার মৌসুম বা বরফগলা নদী দেখে কেউ ভাবতে পারে, জলের দেশে কীসের এত ভয়! কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। গবেষণা বলছে, গোটা পৃথিবীতে ভূগর্ভস্থ জল নিঃশেষ হওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। চাষাবাদ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন পানীয় জলের জোগানে ভূগর্ভস্থ জল এখনো অন্যতম প্রধান ভরসা হলেও, তার অপব্যবহার এবং অময়ে সামনে এচ্ছে এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ। কেন এই সংকট? স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে ভারতে সবুজ বিপ্লবের সময় কৃষিক্ষেত্রে উচ্চফলনশীল বীজ ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের পাশাপাশি জলের উপর নির্ভরশীলতা বেড়েছিল বহু গুণ। সেচের জন্য তখন থেকে শুরু হয়েছিল গভীর টিউবওয়েল খনন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশের উপর যে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে চলেছে, তা উপলব্ধি হয়নি অধিকাংশেরই। বিশেষত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং তামিলনাড়ুর কিছু অংশে ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরশীলতা এতটাই বেোছে যে, জলস্তর ক্রত নামছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩৩ সেন্টিমিটার করে জলস্তর নামছে, যা এক অশনিস্ক্রেতা।

প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী, ভূগর্ভস্থ জল পুনর্বর্ষণ ঘটে মূলত বৃষ্টির মাধ্যমে। কিন্তু শহরায়নের জুরে মাটি ঢেকে যাচ্ছে কংক্রিটের আসরণে। ফলে বৃষ্টির জল মাটিতে ঢুকতে না পেরে নিকাশিনালায় চলে যাচ্ছে। আর তাতে ভূগর্ভস্থ জলস্তর পূরণ না হয়ে দিনদিন আরও নিচে চলে যাচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ভূ-পৃষ্ঠের জল ক্রত বাষ্প হয়ে যাচ্ছে, মাটির জল ধারণ ক্ষমতাও কমে আসছে। এই সংকটের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে কৃষিতে। ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে অধিকাংশ কৃষিজমিই সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরশীল। জল না থাকলে চাষ ব্যাহত হবে, আর তা সরাসরি দেশের খাদ্যনিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলবে। পাশাপাশি খরা প্রবণ অঞ্চলে পানীয় জলের সঙ্কটও চরমে পৌঁছাবে। গ্রামীণ এলাকায় নলকূপই প্রধান জলের উৎস। সেই উৎস শুকিয়ে গেলে শুরু হবে পরিবেশ উন্নাস্ত সংকট। তবে কি এ সংকটের কোনো সমাধান নেই? অবশ্যই আছে। এবং তা বাস্তবায়িত করতে হবে অবিরবে, সমন্বিত নীতি এবং সামাজিক সচেতনতা দুই দিক দিয়েই।

প্রথমত, ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি জল ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। সরকারকে সেচের আধুনিক পদ্ধতি যেমন ড্রিপ ও স্প্রিংকলার সিস্টেম ব্যবহারকে উসাহ দিতে হবে। এতে কম জল ব্যবহার করে অধিক জমিতে চাষ সম্ভব। দ্বিতীয়ত, বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ‘হার্ভেস্টিং’ বাধ্যতামূলক করতে হবে শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে আবাসন ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে। পাশাপাশি, নদী ও পুকুর পুনর্বননের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জলাধারগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, শহরায়ন ও শিল্পায়নের পরিকল্পনায় জল সংরক্ষণের বিষয়টি প্রাধান্য পেতে হবে। কংক্রিটের শহরে খোলা জায়গা রেখে সেই এলাকায় জল শোষণের সুযোগ তৈরি করতে হবে। বর্জ্য জলের পুনর্ব্যবহার করে কৃষি বা নির্মাণে ব্যবহার করার ব্যবস্থা নিতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল জনসচেতনতা। জল অপর্য যে অপরাধের শামিল, তা বোঝাতে হবে নাগরিকদের।



স্পিন ট্রাকে ফেলবে গিলদের? ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে কোচ ব্রাভান ম্যাককুলাম দিন রাত এক করে ভাবছেন! যেমনি পিচই হোক না ভারতের সমস্যা নেই। বল সিম আর সুইং করবে? বাঁহাতি পেসার অশ্বিনীপ বসে আছে। স্পিন বোলিং সহায়ক পিচ দিলে আমরা চায়নাম্যান বোলার কুলদীপ যাদবকে লেলিয়ে দেব। ওয়াশিংটন আর জাদেকা তো আছেই। তাই এজবাষ্টনের পর যত সময়্যায় মেখে ঢেকে আছে ইংল্যান্ড। একটা জয় কত সহজেই না সমস্ত পরিস্থিতি পাল্টে দেয়।

বাক্সপ্যাঁটারা গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ুন

ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা, ৮ জায়গা হতে পারে আপনার পুজোর গন্তব্য

ভারতের মোট ৪২টি জায়গাকে হেরিটেজ তকমা দিয়েছে ইউনেস্কো। তার মধ্যে একাধিক জায়গা বহুচলচ্চিত্র। প্রায় সারাবছরই পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে। অথচ ৮টি জায়গা একেবারেই প্রচারের আড়ালে। ওই জায়গাগুলির কথা পর্যটকরা জানেন না বললেই চলে। ফলে ভিড়ও জমান না কেউ। আর পর্যটন ব্যবসাও সেভাবে ফেপেফুলে উঠতে পারে না সেখানে। তবে ভিড় তেমন পছন্দ না করলে, আপনার গন্তব্যও হতে পারে সেই ৮ জায়গা।

চ ম্পা নের - পা ত া গ . ড়
আর্কিওলজিকাল পার্কঃ
গুজরাটের চম্পানের এবং পাভাগড় পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই আর্কিওলজিকাল পার্ক। অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর বিভিন্ন স্থাপত্য দেখা যায় এখানে। হিংদু, জৈন, ইসলামিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণে জায়গাটি যেন অন্য চেহারা পেয়েছে। এখানে শেলে মন্দির, মসজিদ, দুর্গ, প্রাসাদ, সমাধি দেখতে পারেন সব। উপরি পাওনা পাভাগড় পাহাড়েরে সৌন্দর্য। ২০২৪ সালে ইউনেস্কো এই জায়গাটিতে হেরিটেজ তকমা দেয়। প্রস্তত্ব এবং নানা সংস্কৃতির স্বাদ পেতে চাইলে এই জায়গাটি হতে পারে গন্তব্য।

তামিলনাড়ুর চোল মন্দিরঃ



হেরিটেজ তকমা পাওয়া গ্রেট লিভিং চোল টেম্পলে ঘুরে আসতেই পারেন এই পুজোয়।
কাকাতিয়া রুদ্রেেশ্বর মন্দির (রামাপ্পা)
তেলেঙ্গানার রামাপ্পা মন্দির বহু

প্রাচীন। শোনা যায়, প্রায় ৪০ বছর ধরে নাকি এই মন্দির নির্মাণকাজ হয়েছিল। হালকা ইটের (ফ্লোটিং ব্রিকস) তৈরি মন্দিরে স্থাপত্য নজরকাড়া। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও

ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা পেয়েছে আগেই। একাদশ শতাব্দীতে তৈরি এই স্থাপত্য প্রায় ৬০ মিটার গভীর। ইতিহাস আপনাকে আকর্ষণ করলে

মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা রক শেল্টার্স।
শু শু ইতিহাসের ফিসফিসানি নয়, স্থানীয় সংস্কৃতির স্বাদ পেতে পারেন এখানে। গত ২০০৬ সালে ইউনেস্কো হেরিটেজ তকমা দেয়। তা সত্ত্বেও এই জায়গাটি নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না।

চার্ট অ্যান্ড কনভেন্টঃ
গোয়ায় প্রতি বছর বহু পর্যটক ভিড় জমান। বিশেষত সেখানকার আমোদ প্রমোদে ভরা জীবন সকলকে টানে। তবে ইউনেস্কোর তকমা পাওয়ার পরেও প্রচারের আড়ালে রয়ে গিয়েছে চার্ট এবং কনভেন্ট। পতুর্গিজদের সম্পর্কে বির্শদে জানতে চাইলে ওই জায়গাগুলিতে একবার আপনাকে ঘুরে আসতেই হবে।

বিহারের মহাবোধি টেম্পল কমপ্লেক্সঃ
বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলে, আপনি পাড়ি জমাতে পারেন বিহারে। ভিড় এড়িয়ে ইতিহাসকে জানতে সেখানকার মহাবোধি টেম্পল কমপ্লেক্সে ঘুরে আসতে পারেন।
ভিক্টোরিয়ান গথিক অ্যান্ড আর্ট ডেকো এনসেম্বলসঃ
২০১৮ সালে ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা পায় ভিক্টোরিয়ান গথিক অ্যান্ড আর্ট ডেকো এনসেম্বলস। এই জায়গাটিও একবার ঘুরে দেখতে পারেন।

বর্ষার প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সেরা গন্তব্য ঝাড়খণ্ড-ওড়িশা

বর্ষায় রূপ বদলায় প্রকৃতি! শহরের প্যাচপ্যাচে কান্না, জমা জল, ভেজা বর্ষাতি আর রোজকার একঘেয়ে রুটিন ছেঁদে মন টানে বৃষ্টির জলে ভেজা সবুজে ঘেরা প্রকৃতি। মন চায় প্রকৃতির মাঝে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসতে। বর্ষার উত্তরবঙ্গ, দিঘা, মন্দারমণি এখন ক্রিশ্ে। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডের একাধিক এলাকা ঘুরে আসতে পারেন।

গালুডি, ঝাড়খন্ড বর্ণরেখার পাশে ছোট্ট শহর। তাকে জড়িয়ে রেখেছে সাতগুরুম নদী ও তার শাখারা। ঘাটশিলা থেকে ৯ কিলোমিটার এবং জামশেদপুর থেকে ৪৩ কিলোমিটার দূরের শহরের বর্ষাভেজা জঙ্গলে মোড়া পথে হাটিলে মন শান্ত হতে বাধ্য। জঙ্গলের রাস্তায় দেখা মিলতেই পারে হাতি বা হরিণের। চাইলে নেকড়া ডুভরি, ফুলডুঙরি কিংবা রুক্মিণী পাহাড়ে ট্রেকও করে আসতে পারেন। সুবর্ণরেখার পাড়ে বসে সূর্যাস্ত দেখতেও মন্দ লাগবে না। সঙ্গে গাড়ি থাকলে বা লোকাল গাড়ি ভাড়া নিয়ে ৪ কিলোমিটার দূরের বুকডি লেক কিংবা ধারাগিরি



থাকলে চলে যেতেই পাড়েন গালুডি। নাবাদ, ঝাড়খণ্ড-- বর্ষায় সৌন্দর্য বাড়ে জলপ্রপাতগুলি। মরশুমি বারিধারায় পুষ্ট হয় জলপ্রপাতের উসরা। ফলে জলপ্রপাতের দামাল রূপ দেখে মুগ্ধ হন পর্যটকরা। সেই রূপ দেখতে হলে হাংগোনা কয়েকদিনের ছুটি

নিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারেন পড়শি রাজ্যের ধানবাদ থেকে। সেখানে

পাত্রাতু ভালি। রাঁচি শহর থেকে এর দূরত্ব ৬২ কিলোমিটার। পত্রাতুর

ব্যবস্থা। পাত্রাতু থেকে পালানি জলপ্রপাতের দূরত্ব মাত্র ৯ কিলোমিটার। বর্ষায় রাস্তাটি বেশ উপভোগ্য।

সন ঘাগরা জলপ্রপাত, ওড়িশা :
ড়িশার কেন্দ্রঝার শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ‘ অর্থ ছোট এবং ঘাগরা অর্থ জলপ্রপাত। জলপ্রপাতটি মাছ কান্দনা নদীর উপর অবস্থিত। সবুজে মোড়া। চারিদিকে শান্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকদের জন্য বেশ আকর্ষণীয়। জলের আওয়াজ শুনতে শুনতে কীভাবে সময়টা কেটে যাবে, তা বোঝাও যাবে না।
কানহাকুণ্ড, ওড়িশা :
পড়শি রাজ্যের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন কানহাকুণ্ড। ভূরেনশ্বর থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে ওড়িশার কালাহান্ডি জেলায় অবস্থিত। হাইকিংয়ের জন্য আদর্শ। বর্ষায় আরও সুন্দর হয়ে ওঠে এই গিরিখন্ড। তাহলে আরও দেরি করবেন না। গয়াটির বেস্‌পার্টসের পড়ি এই বর্ষায়।

বেড়িয়ে আসুন সবুজে মোড়া কালেজ ভ্যালি থেকে

ছুটি পেলেই পাহাড়ে মন টানে। চোখ বন্ধ করলে মনে হয় যেন পাহাড় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, বরফাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা বলছে চলে আয়! কানে আসে টয় ট্রেনের শব্দ! কিন্তু দিন দিন যিঞ্জি হচ্ছে দার্জিলিং। ফলে বেড়াতে গিয়েও দুদগু শান্তিতে কাটানোর মজা নেই। তাই মানুষ বুঁকছে ‘নতুন ডেস্টিনেশন’ের দিকে। উঠে আসছে, নতুন-নতুন গ্রামের নাম। যার মধ্যে অন্যতম কালেজ ভালি বা রংবুল। চোখ টানছে পট্টনদের।

কোথায় এই কালেজ ভালি-উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে ছোট্ট একটা গ্রাম। শিলিগুড়ি থেকে মাত্র ৭০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে গ্রামটি। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ৫২ কিলোমিটার দূরে সবুজে মোড়া এই উপত্যকা। সোনাদা হয়ে ঘুরের দিকে যাওয়ার আগেই রয়েছে সবুজ চা বাগানে ঘেরা কালেজ ভালি। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে পৌঁছতে সময় লাগে মোটামুটি আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা।

কীভাবে যাবেন শুনুন- কলকাতা থেকে যেতে চাইলে ট্রেন ধরে নিউ জলপাইগুড়ি বৈশাঙ। বা বাসে চেপে তেনািং জেলায় বাসস্ট্যান্ড বা প্লেনে বাসভাগারা। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে কালেজ ভালি। শেষার গাড়িতেও রংবুল পর্যন্ত আসা যায়। আবার সেখানকার হোম স্টে-কে বলে রাখলেও

তার গাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

কী কী দেখবেন জানেন দেখে নিন-এই এলাকায় প্রচুর কালেজ পাখি দেখা যায়। সেখান থেকেই এলাকার নাম হয়েছে কালেজ



ভ্যালি। চারদিকে রয়েছে চা বাগান আর পাইন গাছ। ২ কিলোমিটার দূরেই রয়েছে রেনবো বা ইন্ডাণী ফলস। পাহাড়ি রাস্তা ধরে ট্রেকিং করে গন্তব্যে পৌঁছতে ভালোই লাগবে। কেউ গাড়িতে খানিকটা গেলেও শেষ এক কিলোমিটার ঘন গাছপালায় ঘেরা পাকদণ্ডি বয়ে হাটতেই হয়। আসলে সূর্যের

আলো পড়ে ঝরনা বুকে রামধনু তৈরি হয় বলে নাম হয়েছে রেনবো ফলস। ঝরনার চারিদিক বাঁধানো। ফলে সেখানে বসে দুদগু জিরিয়েও নিতে পারবেন।

কোথায় থাকবেন জেনে নিন-এখানে থাকার খুব বেশি জায়গা নেই। রয়েছে মাত্র দুটো হোম স্টে। দুটোই একদম চা বাগানের ধারে থেঁে। এক কালেজ ভালি কানান হোম স্টে আর রেনবো ভালি রিসর্ট। কানান হোম স্টে-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ৯৬৬৫৫৮৪৪৩০ অথবা ৯৮৩০৬২২৮২১ এই নম্বরে। এই হোম স্টে-তে তিনরকমের থাকার ব্যবস্থাও। সেক্ষেত্রে তিনটি কটেজ রয়েছে। যেখানে চারবেলা খাওয়া ও থাকার জন্য প্রতিদিন মাথাপিছু খরচ ১৬০০ টাকা। চারটি ডবল বেডেড রুম রয়েছে। যেখানে থাকা-খাওয়া নিয়ে প্রতিদিন মাথাপিছু খরচ ১৬০০ টাকা। রয়েছে তাবুতে থাকার ব্যবস্থাও। সেক্ষেত্রে খরচ ১০০০ টাকা। তিন ক্ষেত্রেই বাচ্চাদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়া ৫ বছরের নিচের শিশুদের জন্য নিখরচায় থাকার ব্যবস্থা রয়েছে কানন হোম স্টে-তো ৫-১০ বছরের শিশুদের খরচ বছরের ৫০ শতাংশ। তবে ১০ বছরের উপরের বাচ্চাদের পুরো খরচই লাগবে। সারা বছরই যেতে পারেন কালেজ ভালিতে। তবে বর্ষায় অনন্য রূপ ধারণ করে সবুজে মোড়া এই এলাকা।

ভোপালে গাড়ির দৌরায়ে রাস্তাতেই প্রাণ গেল এক ই-রিকশা চালকের

ভোপাল, ৯ জুলাই : মধ্যপ্রদেশে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক ই-রিকশাচালক। ঘটনাটি ঘটেছে ,মঙ্গলবার রাতে ভোপালের সুভাষ নগর এলাকায়। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দু’জন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গাড়ির গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিমি। একের পর এক গাড়িকে ধাক্কা মেরে শেষমেশ গাড়িটি উল্টে যায়। বৃধবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , মঙ্গলবার রাতে প্রভাত পেট্রল পাম্পের দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। পথে একটি ই-রিকশাকে ধাক্কা মেরে একে একে দুই বাইক, একটি অটো ও একটি গাড়িকেও ধাক্কা মারে ঘাতক গাড়িটি। ধাক্কার জেরে অটো ও গাড়ি উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ই-রিকশাচালক খৈরুল্লাহ (৫৫)। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই, গাড়ির মালিক ও চালকের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে।

ঝাঝা-সীতারামপুর সেকশনে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

৯ জুলাই : আসানসোল ডিভিশনে ০৯.০৭.২০২৫ এবং ১৩.০৭.২০২৫ তারিখে ৪ ঘণ্টা ৬০ মিনিট (দুপুর ২টা থেকে ১৮,৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত) ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে। ১৩৬৩২ প্যাটনা - ধনবাদ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস অতিক্রম করে যাওয়ার পর এই নিয়ন্ত্রণ হবে। এ কারণে ৬৩৫৪৬ জসিডিহ - অভাল মেমু যাত্রীবাহী ট্রেন এই দু’দিন অর্থাৎ ০৯.০৭.২০২৫ এবং ১৩.০৭.২০২৫ তারিখে বাতিল থাকবে। পূর্ব রেল এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, জসিডিহ এবং মধুপুর মধ্যে ট্রাক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই সাময়িক নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ওসাকার ওয়াল্ট এক্সপো ২০২৫-এ বন্দে ভারত ও চেনাব সেতুর আকর্ষণ



নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : জাপানের ওসাকার চলমান ওয়াল্ট এক্সপো ২০২৫-এ বন্দে ভারত এবং চেনাব সেতু একটি তারকা আকর্ষণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, আধুনিকীকরণ এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের অসাধারণ যাত্রার জন্য জাপানি দর্শনাধীদেব কাছ থেকে উৎসাহী ভিড় এবং উচ্চ প্রশংসা কুড়িয়েছে।ওসাকার জলপ্রান্তে অবস্থিত একটি কৃত্রিম দ্বীপ ইউনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত, ওয়াল্ড এক্সপো ২০২৫ ১৩ এপ্রিল তার দরজা খুলেছে এবং ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে, বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ দর্শনাধীদেব স্বাগত জানাবো। প্রাণবন্ত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর মধ্যে, ভারতীয় প্যাভিলিয়ন, বিশেষ করে ভারতীয় রেলওয়েকে নিবেদিত অংশটি প্রশংসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।প্রদর্শনীতে, জস্মু ও

সেশন এবং নিমজ্জিত ডিজিটাল প্রদর্শনের মাধ্যমে, ভারতীয় রেল বিশ্বব্যাপী দর্শকদের সক্রিয়ভাবে জড়িত করছে, একটি আধুনিক, উদ্ভাবনী এবং পরিবেশ-সচেতন গতিশীলতার নেতা হিসাবে তার ভাবমূর্তিকে আরও শক্তিশালী করছে।

Name Change
MASUDRANA MONDAL MY FATHER (OLD NAME) NAJURULAISALAM MONDAL R/O VILL PUKHURIA P. O. TILAKPUR P. S CHAPRA NADIA PIN 741164 MY FATHER NAME NAJURULAISALAM MONDAL TO NAZRUL MONDAL. MY FATHER SHALL BE KNOWN AS NAZRUL ISLAM MONDAL BEFORE JUDICIAL MAGISTRATE KRRISHNAGAR CORT ON 7/10/23 MY FATHER NAZRUL ISLAM MONDAL AND NAJURULAISALAM MONDAL NAZRUL MONDAL BOTH ARE SAME PERSON

Name Change
I, Anshu Jain (Old Name) W/O–Manoj Kumar Jain resident of Vill–Jain Colony Po–Samsberganj, PS–Dhuliyar, Dist–Murshidabad, West Bengal, Pin–742202 do hereby declare that I have changed my name from Anshu Jain to Anshu Devi Jain and henceforth I shall be known as Anshu Devi Jain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/07/2025 . My name Anshu Devi Jain & Anshu Jain both are same and one identical person.

Name Change
I, Binay Boiragi (Old Name) S/O–Bimal Bairagi resident of Vill–Betai Dakshin Jitpur Po–Betai, PS–Tehatta, Dist–Nadia, West Bengal, Pin–741163 do hereby declare that I have changed my name from Binay Boiragi to Binoy Bairagi and henceforth I shall be known as Binoy Bairagi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/07/2025 . My name Binoy Bairagi & Binay Boiragi both are same and one identical person.

Name Change
I, Seikh Rafikul Islam (Old Name) S/O–Sademani Sekh resident of Vill–Decca-bichkandi Po–Ekghoria, PS–Burwan, Dist–Murshidabad, West Bengal, Pin–742132 do hereby declare that I have changed my name from Seikh Rafikul Islam to Rafikul Islam and henceforth I shall be known as Rafikul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/07/2025 . My name Rafikul Islam & Seikh Rafikul Islam both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Abdul Mannaf (Old Name) S/O–Atbari Malik resident of Vill & Po–Mirzapur, PS–Beldanga, Dist–Murshidabad, West Bengal, Pin–742190 do hereby declare that I have changed my name from Md Abdul Mannaf to Abdul Mannaf Malik and henceforth I shall be known as Abdul Mannaf Malik (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/07/2025 . My name Abdul Mannaf Malik & Md Abdul Mannaf both are same and one identical person.

দিল্লি থেকে ধৃত ৫ বাংলাদেশি

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : দিল্লি পুলিশের হাতে শ্রেফকার হলেন অবৈধভাবে ভারতে দলবাসকারী ৫ জন বাংলাদেশি। দিল্লির দক্ষিণ-পশ্চিম জেলা পুলিশের অপারেশন সেলের হাতে পা পড়েছেন ওই বাংলাদেশিরা। জানা গেছে, দিল্লি বোর্ড নমেস্ট এলাকা থেকে তাদের ধরা হয়। পুলিশের দাবি, ধুরোা স্বীকার করছেন যে, ২০২৬ সালে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন।

সুচিকিৎসা স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE
I, SNEHLATA BAID, wife of Navratan Mai Baid, residing at 4, Shakespear Sarani, Middleton Row, Kooaka-700011, Ba have declared before the First class Judicial Magistrate, (Alipore Judges Court) vide Affidavit no. 12943 dated 26/06/2025 that in some school documents of my daughter Nikita Baid, my name was mistakenly stated as SNEHA BAID and both SNEHLATA BAID and SNEHA BAID are same and identical person, that is me.

নাম পরিবর্তন
আমি Maina Barui Wo -Rabindra Nath Barui residing at Vill- Subhashnagar P.O. Shrikrisnapur P.S. Beldanga Dt. Murshidabad W.B. গত 04/07/2025 দ্বা) Lt. Judicial Magistrate 1st Class at All-pore কোর্টের এক্ষেতিতে বলে আমি Rina Barui থেকে Maina Barui হলাম, Maina Barui এবং Rina Barui এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

Name Change
I, KAMAL AGARWAL (Old Name) S/O RAM GOPAL AGARWAL Residing at 118 Canal Street, Near Gourango Temple, P.S - Lake Town District - North 24 Parganas, Pin - 700048 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as KAMAL KUMAR AGARWAL (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 09-07-2025. KAMAL AGARWAL (Old Name) and KAMAL KUMAR AGARWAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, DIN MOHAMMAD ALI and DIN MO-HAMMAD (Old Name) S/O MOHAR-ALI Residing at Doharia Methopara, Ganganagar Madhyamgram, District - North 24 Parganas, Pin - 700132 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as DINA MOHAMMAD (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 09-07-2025. DIN MOHAMMAD ALI, DIN MOHAMMAD (Old Name) and DINA MOHAMMAD (New Name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Bappa Ali Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Khodabakh Mondal ঠিকানা Barachupria Paschimpara, Hanskhali, Dis-trict - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 09-07-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bappa Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bappa Mandal (নতুন নাম) ও Bappa Ali Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি

Name Change
I, HAFIJUL MONDAL (Old Name) S/O HAIDAR ALI MONDAL Residing at Vill+Poঃ -Ranihati, P.s- Bagdah, Dis-trict - Nadia, Pin- 741502 West Bengal India have changed my name and shall henceforth be known as HAFIJUL MONDAL (New Name) as declared before the Lt. Executive Magistrate at Bongaon, vide affidavit dated 08-04-2025. HAFIJUL MON-DAL (Old Name) and HAFIJUL MON-DAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, KUMAR BISWAS (Old Name) S/O KALIPADA DAS Residing at Kultala Prithiba, P.S -Habra, District - North 24 Parganas, Pin - 743704 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as KUMAR CHANDRA BISWAS (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 09-07-2025. KUMAR BISWAS (Old Name) and KUMAR CHANDRA BISWAS (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Abdul Hakim S/O Abu Samad resid-ing at Vill. Natatala P.O. Pahnarpur, PS- Lalgaola, Dist- Murshidabad, Pin No-742148 W.B. do hereby solemnly affirm and my actual name Abdul Hakim instead of Md. Abdul Hakim which is wrongly recorded in my driving license (No. WB5720170255766) vide an affidavit sworn before the Lt. Sub Divisional Executive Magistrate at 04.07.2025. Md. Abdul Hakim and Abdul Hakim both are same and Identical person.

Name Change
I, Chintamani Mahato W/O Late Shar-ial Mahato residing at vill. Domanr P.O. Fatepur, PS-Hili, Dist- Dakshin Dinaj-pur, Pin No-733126 W.B. do hereby solemnly affirm and my husband's ac-tual name Sharial Mahato instead of Sabial Mahato which is wrongly recorded in the L.R.R.O.R, Khatian No-580, J.L. No-.051 Mouza-Dumran, under PS-Hili, Dist-Dakshin Dinajpur, vide an affidavit sworn before the Lt. Executive Magistrate at Balurghat, Dakshin Dinajpur on 05.03.2025. Sab-ial Mahato and Sharial Mahato both are same and Identical person.

Name Change
I,PRAMLESH KUMAR SHUKLA son of Bhagwat Shankar Shukla residing at – 406/1, G.T. Road(Dakshin),P.O.– B Garden,PS.– Shibpur,District –Howrah,PIN- 711103,West Bengal.My actual and correct name is PRAMLESH KUMAR SHUKLA as per New Aadhaar Card,Voter Card, PAN Card,Indian Naval Service Discharge Book ,SBI Identity Card Howrah Administrative of- fice & others Documents. My name is wrongly recorded in my old Aadhaar Card as SHUKLA in my Old Aadhaar Card being no – 4632 7406 5475.That PRAMLESH KUMAR SHUKLA and PRAMLESH K SHUKLA is the same and one identical per- son vide Affidavit LD Judicial Magistrate,1st Class at Howrah, date- 19/06/2025.

চলতি মরশুমে ইলিশের আকাল দেখা দেওয়ায় হতাহাশ দিয়ার মৎস্যজীবীরা

দূরন্ত বার্ভা, কাঁথি, ৯ জুলাই : চলতি মরশুমে ইলিশের আকাল দেখা দেওয়ায় হতাহাশ দিয়ার মৎস্যজীবীরা। ৬১ দিন ছুটি কাটিয়ে ১৫ জুন থেকে সমুদ্রে মাছ ধরা শুরু হয়েছে। তারপর কেটে গেছে ২৬ দিন, কিন্তু ইলিশের দেখা নেই। প্রথমের দিকে এক দু’দিন ইলিশ উঠলেও তারপর আর রূপোলি শস্য ওঠেনি। কেনও ট্রলারে নামমাত্র ইলিশ উঠলেও, দাম আকাশছোঁয়া। বড় ইলিশের সেভাবে দেখা মেলেনি। যে ইলিশ উঠেছে, তা মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। আষাঢ় মাসে ইলিশের স্বাদ না পেয়ে মন খারাপ ভোজনরসিক বাঙালিরা। মাথায় হাত



ব্যবসায়ীদেরও। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে ইলিশ মাছের যে জোগান ছিল, তারপর আর সেরকম জোগান দিয়ার বাজারে দেখা যায়নি। কারণ, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা। ইলিশেণ্ডডি বৃষ্টি না হওয়া ও সমুদ্রে

দুষণের জোড়া ফলায় ইলিশের দেখা মেলা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শংকরাবড় ও পেটুয়াঘাট মৎস্যবন্দর থেকে প্রায় ২ হাজার ৫০০ ট্রলার এবার সমুদ্রে মাছের খোঁজে পাড়ি দিয়েছিল। মূলত, ইলিশের খোঁজেই প্রতিবার ট্রলার সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে থাকে। প্রতিবার ইলিশ সেভাবে দেখা না দিলেও পনফ্রেট, তেলিয়াস ভোল্লা কিংবা অন্যন্য প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ঠাণ্ডায় ট্রলারের খরচ উঠে যায়। কিন্তু এবার ইলিশ মাছের আকালের কারণে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ফলে মৎস্যজীবীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

উদাসীন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, অসহায় দিন যাপন করছে মুর্শিদাবাদের কয়েক হাজার কৃষক পরিবার

দূরন্ত বার্ভা, মুর্শিদাবাদ, ৯ জুলাই : কেন্দ্র সরকারের উদাসীনতায় চমম অসুবিধার মধ্যে পড়ে কৃটি রুজি হারিয়ে কহজীন হতে বসেছেন মুর্শিদাবাদের ফরাক্ক রুকের কয়েক হাজার চাষি। কেন্দ্র সরকার পরিচালিত ফরাক্ক এনাটিপিসি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই মিশ্রিত জল ঢুকে প্লাবিত হয়ে গেছে কয়েক হাজার বিঘে চাষের জমি। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই জমিতে উৎপন্ন হওয়া বিভিন্ন ফসল। গোটা বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে ফরাক্ক রুক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন বাহাদুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের প্রচুর চাষি। ফরাক্কর ভূগম্বল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘চাষিদের দুরবস্থার বিষয়টি ইতিমধ্যেই আমার কাজের এসেছে। আমি গোটা বিষয়টি নিয়ে এনাটিপিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক দফা বৈঠক করেছি। তারেকের অনুরোধ করা হয়েছে চ্যানেল এবং সুইস গেট তৈরি করে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই মিশ্রিত জল যথাযথভাবে অ্যাসপন্ডগুলোতে পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্য। এছাড়াও চাষিদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টিও তারেককে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছে অনুরোধ করা হয়েছে।’ ফরাক্ক এনাটিপিসি কর্তৃপক্ষের তরফে প্রেস বিবৃতে জানানো হয়েছে, ‘যে চাষের জমি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার প্রকৃত মালিক এনাটিপিসি কর্তৃপক্ষ নিজেই।। বিবৃতিতে তারা আরও জানিয়েছে, কিছু গ্রামবাসী আলোর বাত থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে নিচ্ছেন এবং ‘টো ড্রেন’ থেকে জল নিয়ে কৃষি কাজে ব্যবহার করছেন। এই অবৈধ কাজের ফলে ‘ড্রেনেজ’ পরিকার্য্যো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং যে উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থাটি গড়ে তোলা হয়েছিল তার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এনাটিপিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে প্রত্যেকদিন ওই কেন্দ্রে কয়েক মেট্রিক টন ছাই উৎপন্ন হয়। এনাটিপিসি কর্তৃপক্ষ পাইপলাইন এবং চ্যানেলের মাধ্যমে তা বিভিন্ন আশপাশে নিয়ে গিয়ে জমা করে। অভিযোগ উঠেছে যথাযথ রক্ষাাবেক্ষণের অভাবে এই চ্যানেল এবং পাইপগুলো বিভিন্ন জায়গায় ফেটে গিয়ে ফরাক্কর রুকের বাহাদুরপুর এবং বেনিয়াগ্রাম

পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আমতলা, গোহেলবাড়ি, খোশালপাড়া, ভেরদাঙ্গা, জোতপুকুরিয়া সহ আরও প্রচুর গ্রামের বিস্তীর্ণ চাষের জমি ছাই জলে ভর্তি হয়ে গেছে। চাষিদের দাবি এনাটিপিসি কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জন্য প্রায় প্রতি বছরই তাদেরকে এই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এইবছর বর্ষার শুরুতে যেভাবে ছাই মিশ্রিত জল চাষিদের জমিতে ঢুকে গেছে তাতে মাঠে থাকা পাট যেমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তেমনি চাষিদের পক্ষে নতুন করে আর ধান রোপন করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে ওই রুকে চাষাবাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কয়েকশো পরিবার আগামী দিন কীভাবে দিন চালাবেন তা জানে না। ক্ষতিগ্রস্থ চাষিদের দাবি এনাটিপিসি কর্তৃপক্ষ মালঞ্চ আশপাশে বেশি করে ছাই পাঠাতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটিয়েছে। আজিজুল শেখ ইসলাম নামে আমতলা গ্রামের এক চাষি বলেন, ‘প্রতিনিদ আমদের চাষের জমিতে ছাই মিশ্রিত বিষ জল প্রবেশ করছে। এর ফলে চাষের জমি ফসল উৎপাদনের জন্য অপর্যুত্ব হয়ে পড়ছে। এছাড়াও বিষ মিশ্রিত জল প্রচুর পোকামাকড় থাকায় চাষিরা ফসল কাটার জন্য মাঠে নাগেতে পারছেন না।’ এলাকার চাষিদের দাবি এনাটিপিসি কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় হাজার বিঘা চাষের জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। ভূগম্বল কংগ্রেসের বাহাদুরপুর অঞ্চল সভাপতি প্রেম কুমার ঘোষ বলেন, ‘পুরো বিষয়টি নিয়ে চাষিরা ইতিমধ্যে স্থানীয় প্রশাসনকে একটি ‘মাস পিটিনান’ জমা দিয়েছেন। এবারের বর্ষায় চাষিরা নিজেদের জমিতে ধান লাগাতে পারছেন না। প্রচুর চাষির জমিতে রুজি নষ্ট হয়ে গেছে। কেন্দ্র সরকারের উদাসীনতার জন্য জাফরগঞ্জ, শাহবাজপুর, ঘাসুনিয়া, অনুপপুর সহ আরও বেশ কয়েকটি মৌজায় চাষাবাদ ব্যাকপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেন্দ্র সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে উদাসীন থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে ভূগম্বলের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার সুযোগ করে দিতে চাইছে। কেন্দ্র সরকার দ্রুত চাষিদের সমস্যা সমাধান না করলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।’

সুলতানগঞ্জ স্টেশনে শ্রাবণী মেলার প্রস্তুতি শুরু করেছে মালদা বিভাগ

কলকাতা, ৯ জুলাই : সুলতানগঞ্জ স্টেশনে শ্রাবণী মেলায় যোগদানের সময় ভক্তদের যাতো কেনও অসুবিধা না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য মালদা বিভাগ ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই বছরের বিখ্যাত শ্রাবণী মেলা ১১.০৭.২০২৫ থেকে ০৯.০৮.২০২৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। মাসব্যাপী শ্রাবণী মেলার সময় প্রতিটি দিনের জন্য একজন নির্দিষ্ট কর্মকর্তা মনোনীত করা হয়েছে যিনি সারা দিন সুলতানগঞ্জে বিভিন্ন কাঁফ্রম পর্যবেক্ষণ করবেন। ভাগলপুরের স্টেশন ডিরেক্টর শ্রাবণী মেলার সময় সমন্বয়কারী কর্মকর্তা হবেন সিএমআই / জামালপুরকে মেলা কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হবে যিনি শ্রাবণী মেলার সমন্বয়কারী কর্মকর্তাকে সহায়তা করবেন এবং তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করার জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করবেন। মালদা বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে- **জল সরবরাহঃ**পানীয় জলের সার্বক্ষণিক সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পর্যটন পরিষেবা থেকে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ থাকবে। **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা** ও স্টেশন প্ল্যাটফর্ম, শৌচাগার এবং চলাচলকারী স্থানগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হবে। ট্রান্সেট এলাকার কাছাকাছি তাৎক্ষণিক মেসারত ও উন্নতি করা হবে। সুলতানগঞ্জ স্টেশনের নিম্নশন ব্যবস্থা উন্নত করা হবে এবং অস্থায়ী শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হবে। **জনসাধারণের জন্য যোগাধা এবং তথ্য** ঃ জনসাধারণের জন্য ভাষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রমাগত যোগাধা করা হবে। পিএ সিস্টেমের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হবে। স্টেশনে

উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তীর্থযাত্রীদের অবহিত করার জন্য সমস্ত প্ল্যাটফর্ম এবং চলাচলকারী স্থানে বিশিষ্ট বোর্ড স্থাপন করা হবে। **আলো এবং আহারঃ** মেলা শেডের তীর্থ যাত্রীদের আহারাদায় থাকার জন্য পর্যাপ্ত আলো এবং ফ্যারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। মেলার সময় রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকবেন। অন্নপকারী এলাকায়

টয়লেটগুলি যেমন থেকে বেরিয়ে আসে সেখানে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যাপ্ত আলো সরবরাহের জন্য অন্নপকারী এলাকায় উচ্চ মার্শে টাওয়ার স্থাপন করা হবে। **চিকিৎসা সুবিধাঃ** একজন ডাক্তারের নিয়মিত পরিদর্শন এবং একটি চিকিৎসা সহায়তা বুথ স্থাপন করা হবে। জরুরি পরিষেবার জন্য জামালপুরের সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে। **নিরাপত্তা এবং যোগাযোগঃ** সুলতানগঞ্জ স্টেশনে বর্তমানে মোট ৪০টি সিটিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। প্রয়োজনে সমস্ত কৌশলগত স্থানে অতিরিক্ত সিটিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে পর্যাপ্ত সংখ্যক ওয়ার্ক-টিকি সরবরাহ করা হবে। তীর্থযাত্রীদের গাইডেন্স এবং সহায়তা করার জন্য মেলায় সময় পর্যাপ্ত চেকিং কর্মী থাকবে। নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মেলার সময় পর্যাপ্ত আরপিএফ / সিআরপি কর্মী মোতায়েন থাকবে।

স্থানীয় পুলিশ এবং প্রশাসনের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে। সহায়তা এবং সুরক্ষাঃ ‘মে আই হেল্প ইউ বুথ’, শিশু হেল্পলাইন এবং মহিলা হেল্পলাইন বুথ স্থাপন করা হবে। ভিড



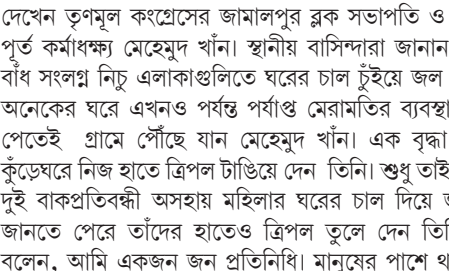
ব্যবস্থাপনার জন্য রেলওয়ে স্কাউট এবং গাইডও মোতায়েন করা হবে। নিয়মিত ট্রেন আগমন এবং প্রস্থান যোগাধা করা হবে। ট্রেন কর্মীদের জন্য উপযুক্ত সর্বকর্তা আদেশ জারি করা। মেলার সময় অতিরিক্ত ট্রেন থামার জন্য সমন্বয়। কিউল থেকে ভাগলপুরের মধ্যে অংশটি বিদ্যুতায়িত করা হয়েছে। ট্রেনের ছাড়ে অন্নপ এবং লেভেল ক্রসিংয়ে বাসের উপরে অন্নপ এড়াতে সকলকে (তীর্থযাত্রীদের) এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করা উচিত। **বিবিধ বিধানঃ** মনোনীত কর্মকর্তাদের সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন বিভাগের টেকনিশিয়ানদের মোতায়েন। দেশিমে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের প্রাপ্যতা। প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের জন্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিভাগের তত্ত্বাবধায়কদের দ্বারা যৌথ পরিদর্শন। শ্রাবণী মেলায় অংশগ্রহণকারী সকল ভক্তদের জন্য একটি নিরাপদ এবং মনোরম অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য মালদা বিভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নাবালিকার শ্রীলতাহানি! টোটে চালককে মারধর উত্তেজিত জনতার, আহত পুলিশ

দূরন্ত বার্ভা, মালদা, ৯ জুলাই : নাবালিকার শ্রীলতাহানি! মধ্য বয়স্ক টোটে চালককে মারধর উত্তেজিত জনতার। তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আহত পুলিশ। ঘটনায় তাল্পা মালদার কালিয়াচক। পরে বিশাল পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযুক্ত শ্রৌকে আটক করেছে পুলিশ। মাত্র ১০ বছরের এক নাবালিকাকে স্কুল নিয়ে যাওয়ার পথে ৫০ বছর বয়সি এক টোটে চালক তার শ্রীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। কালিয়াচক থানার কারারি চালদুপের হারকালোজনটা এলাকায়। এই অভিযোগ উঠতেই অভিযুক্ত টোটে চালককে ধরে গণধোলাই দিতে শুরু করেন উত্তেজিত জনতা। ঘটনাগুলো পৌঁছায় পুলিশ। শ্রৌকে উদ্ধার করতে গেলে বাধা পায় পুলিশ। ঘটনায় এক পুলিশ অফিসার এবং বেশ কয়েকজন সিভিক ডলারিয়ার আহত হন। তারপরই কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়জাল রেজা এবং কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায় চৌধুরির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। তারপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, এদিন ওই এলাকার দশ বছরের এক নাবালিকাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সময় ৫০ বছর বয়সী এক টোটে চালক তার সঙ্গে অবভা আচরণ করে এবং তার শ্রীলতাহানি করে। তা অনেকের নজরে পড়ে। তখন ওই টোটে চালককে ধরে মারধর করেন। অভিযুক্ত টোটে চালককে আটক করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জেলা পুলিশের একটি সূত্রে জানা গেছে।

বৃষ্টিজনিত দুর্ভোগে মানুষের পাশে জামালপুরের মেহেমুদ খাঁন

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ জুলাই : ঃ গত কয়েকদিন ধরে টানা বর্ষণে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর রুকের দামোদর নদ সংলগ্ন একাধিক এলাকা বিপর্যন্ত হয়ে পড়েছে। উত্তর শুভ্রা, দক্ষিণ শুভ্রা, হরগোবিন্দপুর সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা অত্যন্ত রয়েছেন নদীর জলস্তুর বৃদ্ধির কারণে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার নিজে বৃষ্টি পর মধ্যৈক্ষ এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন তৃণমূল কংগ্রেসের জামালপুর রুক সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মক্ষম্বা মেহেমুদ খাঁন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বৃষ্টি শুরু হতেই বাঁধ সংলগ্ন নিচু এলাকাগুলিতে ঘরের চাল টুইয়ে জল পড়তে শুরু করে। অনেকের ঘরে এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত মোরামতির ব্যবস্থা হয়নি। সেই খবর পেতেই গ্রামে পৌঁছে যান মেহেমুদ খাঁন। এক বৃদ্ধা মহিলার জরাজীর্ণ কুঁড়েঘরে নিজ হাতে ত্রিপল টাঙিয়ে দেন তিনি। শুষ্ক হাতের নদী, ওই এলাকার দুই বাকপ্রতিবন্ধী অসহায় মহিলার ঘরের চাল দিয়ে জল পড়ার বিষয়টি জানতে পেরে তাঁদের হাতেও ত্রিপল তুলে দেন তিনি। মেহেমুদ খাঁন বলেন, আমি একজন জন প্রতিনিধি। মানুষের পাশে থাকা আমার দায়িত্ব।



দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমদের শিখিয়েছেন - সত্যিকারের রাজনীতি মানুষের জন্য কাজ করা। তাঁদের দেখেই অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এই পথে চলি। তিনি আরও বলেন, আমরা পার্টি অফিসে কোনো অসহায় মানুষ খালে হাতে ফেরেন না। কেউ না খেতে পেলে বা পোশাকের অভাব থাকলে, আমি নিজে গিয়ে সাহায্য করি। আগে যেমন করনো সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি, তেমনি এখন বৃষ্টি, বন্যার সময়ও পাশে আছি। জানা গেছে, বর্তমানে দামোদর নদে জলস্তুর ধীরে ধীরে বাড়ছে। রুক পরিধান পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। এ প্রসঙ্গে মেহেমুদ খাঁন জানান, আমি প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। কোথাও যদি পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করছি, আমরা প্রস্তুত আছি। স্থানীয় মানুষজনের একাংশ জানান, গ্রামে প্রচাণশালী রাজনৈতিক নেওয়ার মাঝে মাঝে এলেও, মেহেমুদ খাঁন প্রায়শই নিজের উদ্যোগে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার খোঁজখবর নেন। এদিনও

অগ্নিতিকর ঘটনা এড়াতে গোয়ালপাড়ার ব্রিজে সেলফি না তোলার আবেদন বিডিওর

দূরন্ত বার্ভা, শাশ্বিনিকেন, ৯ জুলাই : বেশ কয়েকদিন বৃষ্টির ফলে জল বেড়েছে বিভিন্ন নদ, নদী গুলিতে। যার ফলে নদীর উপরে থাকা বিভিন্ন কেরিঘাট ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিবছরই অতিরিক্ত জলবায়ার ফলে বন্ধ হয়ে যায় শাশ্বিনিকেনতলের কোপাই নদীর গোয়ালপাড়া ব্রিজ। তবে এখনো পর্যন্ত ব্রিজের উপর দিয়ে চলি উঠেন। কিন্তু জলের পরিমাণ বেড়েছে অনেকটাই। জলবাড়া দেখতে হাজির হচ্ছেন অসংখ্য মানুষজন। শাশ্বিনিকেনতলে গোয়ালপাড়া কোপাই নদী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পরিব্রকরা আসেন মেলাতে। অনেক নদীতে অতিরিক্ত জল উপভোগ করতে ব্রিজে গিয়ে ধারে বসে কেউ ভুলছেন সেলফি, কেউ বানানুমে রিলস কেউ বা আবার পা দুলিয়ে জল ছোয়ার চেষ্টা করছেন। এমন খবর কানো আসতেই ছুটে আসেন বোলপুর প্রিনীকেনতন রুকের মাষ্ট্র উন্নয়নের আধিকারিক সত্যজিত বিশ্বাস। সেখানে হাজির হয়ে সকলকে দূরে সরে যাবার পরামর্শ দেন। কাছে না গিয়ে সেলফি না তোলার অনুরোধও জানান তিনি। তবে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়লে হয়তো গোয়ালপাড়া বৃষ্টি ও ভুবে যাবে।

সিপিএম নেতাকে চড় থানার আইসি-র দূরন্ত বার্ভা, দক্ষিণ মালাজপুর, ৯ জুলাই

চলছে। শ্রমিক ও কৃষক-বিরোধী কেন্দ্রীয় নীতিত্রি প্রতিবাদে এই কর্মসূচি করছে বাম কর্মী-সমর্থকরা। তবে বুনিদাদপুরের ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এদিন বুনিদাদপুরে বংশীহারি থানার সামনে পিকেটিংয়ে বসেন সিপিএম কর্মীরা। সেই লব্ধশন ভাঙতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেই উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশের সঙ্গে সিপিএম কর্মীদের গুল্মাগুল্মে ঘটনা ঘটে। এর মধ্যেই এক সিপিএম নেতাকে সপাটে চড় মারে পুলিশ। অভিযোগ, থানার আইসি অসীম গোপ ও সিপিএমের এরিয়া কমিটির সদস্য মাজেদুর রহমানের মধ্যে তর্কতর্কি শুরু হয়। তার জেরেই মাজেদুরকে প্রকাশ্যে খাণ্ডড মারেন আইসি। মুহূর্তে বিক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। তারপর তাকে আটক করা হয়। বাম নেতাকে চড় মারার অভিযোগে বংশীহারি থানার আইসি-র বিরুদ্ধে ধর্ষণ দেন় সিপিএম সমর্থকরা। এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN: L01132WB1893PLC000742

নির্বাক্ত অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সার্বি, তৃতীয় তলা, কলকাতা-৭০০০০১

ফোন নং ২২৪৮৭৬৮৫, ফ্যাক্স নং ০৩২ ২২১০০৫৪১

ই-মেইলঃ info@tonganteia.com, ওয়েবসাইটঃ www.tonganteia.com

নোটিশ

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেডের সদস্যদের ১৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা শুক্রবার, ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে তারিখ সকাল ১১.৩০ টায় ডিডিও কনক্যাংবোয় (ডিসি) অথবা অন্যান্য অভিজ্ঞ ডিজুয়ায় মাধ্যম (ওএফসিএম) এর মাধ্যমে আহ্বিত হবে। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং SEBI এবং MCA কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার নং ২০১৩, ২০২০, ১০১/২০২২, ০৯/২০২৩ এবং ০১২০২৪ তারিখের ৫ মে, ২০২০, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের বিধান মেনে চলবে।

উপরেই সাধারণ সভার পরিসংখ্যানের, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন। ই-নেইলস মাধ্যমে সেইবার শেয়ারহোল্ডারদের নির্বাচিত ই-নাইলস আইডিভিডে প্রাধান্যে হচ্ছে যাঁদের আইডি কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করা হবে। বেকিংস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এক্টেট (RTA) অথবা অন্যান্য ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) কাছে এবং এটি ৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

যারা তাদের ই-নাইলস টিকানা এবং মেইলইন নম্বর নিয়ন্ত্রণ করেননি, তারা অনুগ্রহ করে ডিমান্ট আদেশে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে ডিপিপির সাথে যোগাযোগ করে পাঠান এবং তাদের তথ্য মাচাই / আদেশে পাঠান এবং বাতাব আকারে থাকা শেয়ারারীরা সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এক্টেট বা কোম্পানির সাথে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থান্য ও প্রপাসন) সংশোধনী বিধানমা, ২০১৫ এর নিয়ম ২০ অনুসারে, কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ প্রদান করতে পেরে আনন্দিত।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং নিয়মাবলীর বিধান অনুযায়ী বিবদ বিবরণ এবং দেওয়া হলঃ

ক) রিমেট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ ২৯ জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টায়।

খ) রিমেট ই-ভোটিং শেষের তারিখ এবং সময়ঃ ৩১ জুলাই, ২০২৫ বিকলে ৫.০০ টায়।

গ) ক্যাট-অফ তারিখঃ ২৫ জুলাই, ২০২৫।

ঘ) মেম্বর বিনিগোজেশ্বরী পরবর্তীতে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং ক্যাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৫ জুলাই, ২০২৫ তারিখে তাদের শেয়ার ধারণ করছেন, তাদের ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে তাদের কোম্পানি অফিসে ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন / অভিযোগ এবং পাসওয়ার্ড পেতে তাদের কোম্পানি অফিসে ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা **www.evotingindia.com**-এ উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই উল্লিখিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি সহায়তা বিভাগের অধীনে দেখতে পারেন অথবা বিঃ অরিন্দর রায়চৌধুরী, কোম্পানি সচিব, ১৫ বি, হেমন্ত বসু সার্বি, তৃতীয় তলা, কলকাতা-৭০০০০১-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা **investorcare@tonganteia.com**-এ একটি ইমেইল লিখতে পারেন অথবা +৯১ ৩৩ ২২৪৮৭৬৮৫-এ কল করতে পারেন।

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেডের জন্য

শ্রা / অরিন্দর রায়চৌধুরী (কোম্পানির সচিব)

সদস্যপত্র নং **A37602**

তাঁকে ত্রিপল নিয়ে কাঁদা-মাটি ভেঙে

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বাতিল

ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইইল-এএসএন-সিওএন-টিআরএল-১৩৩-২০২৫-এনআইটি, তারিখ ২০.০৬.২০২৫, এতদ্বারা প্রস্তুতিগত করণে তা বাতিল করা হল।

CON-23/২০২২-26

আমাদের অনুরোধঃ



@EasternRailway

Eastern Railway Headquarter

Office of the Pradhan, Haturia-II Gram Panchayat

Under Bagnan-II Development Block, Dist.-: Howrah

Has invited E-Tender Notice. List of Tender Documents :-1) NIT No.-WB/HZP/BAG-I/HAT-I/NIIT-02/15 in t

CF/Untd-2025-26 SI. No.-01, Dated:-09/07/2025, ২) NIT No.-WB/HZP/BAG-I/HAT-I/NIIT-02/15 in t

CF/Untd-2025-26 SI. No.-02, Dated:-09/07/2025, 3) NIT No.-WB/HZP/BAG-I/HAT-I/NIIT-02/15 in t

CF/Untd-2025-26 SI. No.-03, Dated:-09/07/2025, 4) NIT No.-WB/HZP/BAG-I/HAT-I/NIIT-02/15 in t

CF/Untd-2025-26 SI. No.-04, Dated:-09/07/2025, Document download:-

10/07/2025 at 10.00 AM, Bid submission date:- 10/07/2025 to 11:00 AM and End of Bid Submission:-17/07/2025 up to 5:00 PM.

Date of Opening Technical Bid:-

21/07/2025 at 10:30 PM

The Details tender notice along with Tender Documents and Terms & Conditions is available at <http://wbtdenders.gov.in>

Sd/- Pradhan

Haturia-II Gram Panchayat

নোটিশ

আমার মঙ্গেল শ্রী সোনাকা কুমার, পিং-পেরঙ্গান কুমার মহাশয়, গত ইংরেজি ০৯.০২.২০০১ তারিখে A-D-S-R- ডোমজুড অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং-০৪-বিয়িং-১৮, আনিবার কুমার পিং- সোমনাথ কুমার নিচের ইমেইলে উন্নসানি (মৌজায় J.L. ১১০ থানা- জগাছা জমি বিক্রয় করিবার জন্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী- জগাছা B.L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

ক্র.নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৬ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXXXX০২৩৬	বিনিন কুমার রস্তোগী	৮,৭১,৫১১.৫৮	০৭-০৭-২০২৫
২	XXXXXXXXXXXX০৩৩৩	সঞ্জয় কুমার চৌধুরী	১,১৮,৫৪৫.৭০	০৭-০৭-২০২৫
৩	XXXXXXXXXXXX১৩০৭	চন্দ্র প্রকাশ শেখান	৩,৩৩,২১২	০৭-০৭-২০২৫
৪	XXXXXXXXXXXX০০৮০	নীলমণি পাল	১,৬৯,৯৫১.৪৩	০৭-০৭-২০২৫
৫	XXXXXXXXXXXX০২৪১	আনন্দ কুমার চৌধুরী	১,৫৮,৫৮৫	০৭-০৭-২০২৫
৬	XXXXXXXXXXXX০৩২৬	শ্রবণ চন্দ্র শেখান	৩,১৬,১৭৩	০৭-০৭-২০২৫
৭	XXXXXXXXXXXX০০৮৬	সন্তানারায়ণ দ্রোণি	২,২২,০৫৪.৬১	০৭-০৭-২০২৫
৮	XXXXXXXXXXXX০১৫৮	নীলু চন্দ্রশিখা	৫৫,৬৮৭.৭১	০৭-০৭-২০২৫
৯	XXXXXXXXXXXX০৮৬১	সংঘমিত্র বর্ধন	২০,২০,২৬২.০০	০৭-০৭-২০২৫
১০	XXXXXXXXXXXX০১৯৬	সমনেশ দাস	২,৪৫,৬৬৬.৫২	০৭-০৭-২০২৫
১১	XXXXXXXXXXXX০১৬৩	বিশ্বনাথ তুলসিয়ান	১,৬৮,০১০.৪৭	০৭-০৭-২০২৫
১২	XXXXXXXXXXXX০১৬৩	প্রসেনজিৎ সৌদিক	৫,৭৫,০৫৫	০৭-০৭-২০২৫
১৩	XXXXXXXXXXXX১১১৯	চিত্র চন্দ্রশ্রী	৮৭,৪৮৫.৬৮	০৭-০৭-২০২৫
১৪	XXXXXXXXXXXX১৯৯৩	অনুবারা ঠাকুর	১,৪১,০৭৫.৬২	০৭-০৭-২০২৫
১৫	XXXXXXXXXXXX০১৪৯	সায়নন্দ নাথ ঠাকুর	৫,০৫,৪৮৫.০০	০৭-০৭-২০২৫
১৬	XXXXXXXXXXXX০১০১	শিখা স্মৃ	৬,৪৪,৭১৭.৫৪	০৭-০৭-২০২৫
১৭	XXXXXXXXXXXX১৭০৭	সুনীল কুমার খা	৬,৮৯,৬৮৫.৬৮	০৭-০৭-২০২৫
১৮	XXXXXXXXXXXX০৫২৪	সঞ্জয় সোমন থা	২৭,০৫১.১৩	০৭-০৭-২০২৫
১৯	XXXXXXXXXXXX১৩৬৬	দীপ চন্দ্রশ্রী	২৪,৪১৩.১১	০৭-০৭-২০২৫
২০	XXXXXXXXXXXX২৬১৯	সত্যনারায়ণ মলিক	৬,২০,২৫২	০৭-০৭-২০২৫
২১	XXXXXXXXXXXX১১১১	মিতা গুহা	৭,৮৬,০৮৯.৮১	০৭-০৭-২০২৫
২২	XXXXXXXXXXXX১৭০৭	চন্দ্রপ্রভা জানা দে	১,২০,৯৯৫.০০	০৭-০৭-২০২৫
২৩	XXXXXXXXXXXX০৮০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫৪,৮৫৯.১২	০৭-০৭-২০২৫

থারাপুইয়া দলে টানল ডায়মন্ড হারবার

দূরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ৯ জুলাইঃ এবারের প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের শুরুটা পরিকল্পনা মফিক হয়নি ডায়মন্ড হারবার একসির। আসলে গোলের খরায় আটকে যেতে হচ্ছিল বাংলার এই দলকে। যারফলে প্রথম ম্যাচে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছেড়েছিল কিছু ভিক্টোর ছেলেরা। নিঃসন্দেহে যা হতাশ করেছিল সকলকে। তবে দ্বিতীয় ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে বন্ধপরিকর ছিল ময়দানের অন্যতম শক্তিশালী এই ফুটবল দল। সেইমতো গত শনিবার কলকাতা ফুটবল লিগে প্রথম জয় পায় আইলিগের এই নবাগত ফুটবল ক্লাব। সেই ধারা বজায় রাখাই অন্যতম লক্ষ্য ছিল দলের। সেই অনুযায়ী উয়াড়ী দলের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল ফুটবলাররা। শেষ পর্যন্ত গাংতের গোলে এসেছিল জয়। পরবর্তী ম্যাচ গুলিতে এই ধারা বজায় রাখাই অন্যতম লক্ষ্য দলের ফুটবলারদের। তবে শুধুমাত্র প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ নয়। চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী তুরান্ট কাপ। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট সূচি অনুসারে আয়োজিত হবে দেশের দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট তথা আইলিগ। এই সমস্ত



টুর্নামেন্টগুলিতেও ভালো ফল করতে মরিয়া ডায়মন্ড হারবার। সেই সবদিক মাথায় রেখেই দল গঠনের কাজ হাত দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। একেত্রে দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি বিদেশি ফুটবলারদের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দিয়েছে এই ক্লাব। তাই ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই আইএসএল এবং আইলিগ খেলা একাধিক তারকা ফুটবলারদের সহি করার কথা ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে এই দলের কর্তৃক। সেসঙ্গে আসনের তুলনায় তাঁরা যে আরো অনেকটাই শক্তিশালী হয়ে উঠবে তাটা বলাই চলে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে আর রামদিনখারার নাম। ভারতীয় ফুটবলে ধারাপুইয়া নামেরই অধিক পরিচিতি তিনি। গত মঙ্গলবার রাতে নিজেদের সোশ্যাল স্ট্রিট থেকে তাঁর যোগদানের কথা ঘোষণা করে গতবারের দ্বিতীয় ডিভিশন আইলিগ জয়ীরা। একটা সময় নর্থইস্ট ইউনাইটেডের যুব দল থেকে উঠে এসেছিলেন এই তরুণ ফুটবলার। পরবর্তীতে মিজোরামের ক্লাবে নিজের সিনিয়র কারিয়ার শুরু। তারপর একাধিক ক্লাব ঘুরে আইলিগে প্রথম খেলতে আসা আইজল একসির। সেখান থেকেই গত সিজনে যোগদান করেছিলেন শক্তিশালী গোকুলাম কোরোলা ফুটবল দলে। করেছিলেন প্রায় সাতাধির ও বেশি গোলা। এমনকি বেশকিছু অ্যাসিস্ট ও ছিল এই ফুটবলারের। এবার আইলিগের নতুন দলের জার্সিতে নিজেকে মেলে ধরার লড়াই।

সেমিফাইনালে আলকারাজ ঘাম ঝরিয়ে শেষ চারে সাবালেঙ্কা

লন্ডন, ৯ জুলাইঃ একদিকে সহজ জয়, অন্যদিকে রুদ্ধশ্রাস লড়াই। দুটো আলাদা ধাঁচের অভিজ্ঞতা নিয়ে পুরুষ বিভাগে কোলোস আলকারাজ ও মহিলা বিভাগে আরিনা সাবালেঙ্কা উইম্বলডনের সেমিফাইনালে পৌঁছলেন। স্পেনের তারকা আলকারাজ বরাবরের মতো

আগুনে ফর্মে। কোয়ার্টার ফাইনালে ঘরের ছেলে ক্যামেরন নরিকে হারালেন একপক্ষে ম্যাচে। স্কোরলাইন ৬-২, ৬-৩, ৬-৩। মাত্র ৯৯ মিনিটে লড়াই শেষ। মারলেন ৬৯টি উইনার। যার সুবাদে টানা তিন বছর সেমিফাইনালে উঠলেন আলকারাজ। ফরাসি ওপেন, মন্টে কার্লো ও রোম মাস্টার্সে চ্যাম্পিয়ন। টানা ২৩টি ম্যাচ অপরাজেয়। দূরন্ত ফর্মে থাকা টেনিস তারকার শেষ চারে প্রতিপক্ষ আমেরিকার টেনার ফ্রিটজ। যিনি আরেকটি কোয়ার্টারে হারিয়েছেন রাশিয়ার খাচানভকে।

স্কোর ৬-৩, ৬-৪, ১-৬, ৭-৬ (৭.৪)। যদিও এই ম্যাচ আলকারাজ-নরির ঝেরথের মতো নিস্তপ্রাণ ছিল না। প্রতিরোধ গড়েন খাচানভ। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে যায় প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিতর্ক। ট্রিটজের একটি শটে ‘ফল্ট’ কল দেওয়া হয়। যদিও আদ্যে তখনও বল বয় কোর্ট পার হচ্ছিল। সিস্টেম বুঝতে

প্রায় তিন ঘণ্টার লড়াই জিতে এই নিয়ে তৃতীয়বার উইম্বলডনের সেমিফাইনালে সাবালেঙ্কা। এর আগে ২০২১ ও ২০২৩-এ শেষ চারে জায়গা পাকা করেছিলেন। সাবালেঙ্কা চলতি বছর দুর্দান্ত ফর্মে। অস্ট্রেলিয়ান ও ফরাসি ওপেনে রানার্স-আপ। গত বছর ইউএস ওপেনে জিতেছেন। এ বার লক্ষ্য,



পারেনি পয়েন্ট শুরু হয়ে গেছে। ফলত ফের রি-প্লে চালু হয়। আয়োজকরা ক্ষমা চেয়ে নেন। অন্যদিকে মেয়েদের বিভাগে সাবালেঙ্কার ম্যাচ ছিল রোমাঞ্চে ভরপুর। প্রতিপক্ষ জার্মানির লরা সিগমুন্ড। যিনি আন্ডারডগ হিসেবে শুরু করেও প্রথম সেট দাপটের সঙ্গে জিতিয়ে নেন। যখন মনে হচ্ছে চমকপ্রদ অঘটন হলেও হতে পারে, ঠিক তখনই ঘুরে দাঁড়ান সাবালেঙ্কা। পরপর দুই সেট জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলেন। স্কোরলাইনঃ ৪-৬, ৬-২, ৬-৪। তৃতীয় সেটে দু’বার পিছিয়ে পড়লেও শেষতক পদস্থলন হয়নি।

পরপর চারটি গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনাল খেলা। সেমিতে তাঁর প্রতিপক্ষ আমেরিকার আমান্ডা আনিসিমোভা। যিনি রাশিয়ার পাবলিউচেনোকোভকে হারিয়েছেন ৬-১, ৭-৬ (১১৯) স্কোরলাইনে। তরুণী আনিসিমোভার প্রত্যাভর্নের গল্পও রঙচঙে। মাত্র সতেরো বছর বয়সে ফরাসি ওপেন সেমিফাইনালে নামেন। তারপর আচমকা মানসিক অবসাদে ভুগে আট মাস কোর্টের বাইরে। এ বছর ফিরেই চমক! ফাইনালে উঠলে এবং উইম্বলডনে জিতলে নিঃসন্দেহে টেনিসের লোককথায় নাম লেখাবেন আনিসিমোভা।

ট্রান্সপ-ইনফান্টিনো সম্পর্কে নতুন মোড়, ট্রান্স্পের ভবনে অফিস খুলল ফিফা

নিউ ইয়র্ক, ৯ জুলাইঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফিফার ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ে। নিউইয়র্কে ট্রান্সপ টাওয়ারে অফিস খুলছে ফিফা। ম্যানহাটনে ট্রান্সপ টাওয়ারের লবিতে সোমবার সন্ধ্যায় ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ ট্রফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্টিনো। ফিফা সভাপতি ঘোষণাটি করার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ট্রাম্পের ছেলে এরিক ট্রাম্প ও ব্রাজিলের প্রাক্তন স্ট্রাইকার রোনাল্ডো নাজারিও। এরিক ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের নির্বাহী সহসভাপতি। ট্রাম্প টাওয়ারে ফিফার অফিস খোলা নিয়ে ইনফান্টিনো বলেন, “ফিফা বৈশ্বিক সংস্থা। বৈশ্বিক হতে আগে স্থানীয় হতে হবে। সব জায়গায় থাকতে হবে, তাই আমাদের নিউইয়র্কেও থাকতে হবে। সেটা শুধু এই বছর ক্লাব বিশ্বকাপ ও আগামী বছর বিশ্বকাপের জন্য নয়। ধন্যবাদ এরিক, ধন্যবাদ সবাইকে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকেও ধন্যবাদ।” নিউইয়র্কে ফিফা কোন বিভাগ খুলবে, তা এখনো জানা যায়নি। ২০২৪ সালে ক্লোরিডার মায়ামিতেও একটি অফিস খুলছে ফিফা। ফুটবলের নিয়ন্ত্রক এই সংস্থার আইনি বিভাগ মায়ামিতে কাজ করছে এবং ক্লাব বিশ্বকাপ ও বিশ্বকাপ আয়োজনে সেখানে কিছু জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ফিফা সভাপতির প্রতি এরিক ট্রাম্প বলেন, “নিউইয়র্ক, ট্রাম্প অর্গানাইজেশন, এই ভবনে যারা কাজ করেন-তাঁদের সবার পক্ষ থেকে

ও আমার পক্ষ থেকে জানাতে চাই, আমরা আপনাদের ভালোবাসি। আমরা সম্মানিত।” গত বছর থেকে ট্রাম্পের সঙ্গে নিরামিতই দেখা যাচ্ছে ফিফা। ম্যানহাটনে ট্রান্সপ টাওয়ারের লবিতে সোমবার সন্ধ্যায় ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ ট্রফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্টিনো। ফিফা সভাপতি ঘোষণাটি করার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ট্রাম্পের ছেলে এরিক ট্রাম্প ও ব্রাজিলের প্রাক্তন স্ট্রাইকার রোনাল্ডো নাজারিও। এরিক ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের নির্বাহী সহসভাপতি। ট্রাম্প টাওয়ারে ফিফার অফিস খোলা নিয়ে ইনফান্টিনো বলেন, “ফিফা বৈশ্বিক সংস্থা। বৈশ্বিক হতে আগে স্থানীয় হতে হবে। সব জায়গায় থাকতে হবে, তাই আমাদের নিউইয়র্কেও থাকতে হবে। সেটা শুধু এই বছর ক্লাব বিশ্বকাপ ও আগামী বছর বিশ্বকাপের জন্য নয়। ধন্যবাদ এরিক, ধন্যবাদ সবাইকে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকেও ধন্যবাদ।” নিউইয়র্কে ফিফা কোন বিভাগ খুলবে, তা এখনো জানা যায়নি। ২০২৪ সালে ক্লোরিডার মায়ামিতেও একটি অফিস খুলছে ফিফা। ফুটবলের নিয়ন্ত্রক এই সংস্থার আইনি বিভাগ মায়ামিতে কাজ করছে এবং ক্লাব বিশ্বকাপ ও বিশ্বকাপ আয়োজনে সেখানে কিছু জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ফিফা সভাপতির প্রতি এরিক ট্রাম্প বলেন, “নিউইয়র্ক, ট্রাম্প অর্গানাইজেশন, এই ভবনে যারা কাজ করেন-তাঁদের সবার পক্ষ থেকে



মে মাসে প্যারাগুয়েতে ফিফা কংগ্রেসে ইনফান্টিনো সময়মতো উপস্থিত হতে না পারায় ইউরোপিয়ান ফুটবলের হর্তাকর্তাদের সমালোচনার শিকার হন। কিন্তু ফিফা সভাপতি মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রে ক্লাব বিশ্বকাপ ও বিশ্বকাপের সকল আয়োজনের স্বার্থে দেশটির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল-বাজার বেশ সম্ভাবনাময়। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, মঙ্গলবার ক্যাবিনেটে বৈঠকে ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে উপস্থিত থাকবেন। রবিবার নিউ জার্সির মেন্টলিফ

স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনাল। সাংবাদিকদের ট্রাম্প এ নিয়ে বলেছেন, “আমি ম্যাচটিতে থাকব।” ইনফান্টিনো ট্রাম্প টাওয়ারে ফিফার অফিস খোলার ঘোষণা দেওয়ার এক দিন পর ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে থাকার কথা জানানেন ট্রাম্প। সংবাদমাধ্যম দ্য অ্যাথলিটিক জানিয়েছে, ফিফার ১২১ বছরের ইতিহাসে জুরিখ ছাড়া আর কোথাও অফিস স্থাপনের প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু ইনফান্টিনো সভাপতি হয়ে আসার পর বিভিন্ন জায়গায় এর অফিস খুলেছেন। কানাডার টরন্টোতেও উপস্থিতি আছে ফিফার। এ ছাড়া প্যারিসেও অফিস আছে, যেটা প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে। ট্রাম্প টাওয়ারের সঙ্গে ফিফার অস্থায়ীকৃত স্মৃতিও আছে। ফিফার প্রাক্তন নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়াত ফুটবল প্রশাসক চাক ব্রেকার এ ভবনেই থাকতেন। এক দশক আগে সরকারের তথ্যলতা হিসেবে তাঁর সাক্ষীতে ফিফায় দুর্নীতির সব খবর বেরিয়ে পড়েছিল এবং পতন হয়েছিল ইনফান্টিনোর পূর্বসূরি সেপ ব্ল্যাটারের। ৫৮ তলার এ ভবনে দুটি অ্যাপার্টমেন্ট ছিল ব্রেকারের। একাঠতে তিনি থাকতেন, অন্যটিতে তাঁর পোষা বিড়ালের পালা। ফিফায় দুর্নীতিতে জড়ানো শুধু ব্রেকারই নন, ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএক) প্রাক্তন প্রধান যোসে মারিয়া মারিনের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির তদন্তে তাঁকে এ ভবনে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিল।

ব্রাজিলিয়ানের জোড়া গোলে ব্রাজিলের ক্লাবের স্বপ্ন চূর্ণ করে ফাইনালে চেলসি

নতুন ঠিকানায় আসার সপ্তাহখানেকের মাথায় প্রথমবার শুরুর একাদশে নামলেন জোয়াও পেদ্রো এবং নেমেই হয়ে উঠলেন দলের মধ্যমাণি। চমৎকার দুটি গোল করে গড়ে দিলেন ব্যবধান। ফ্লুমিনেসিকে হারিয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল চেলসি।

নিউ ইয়র্ক, ৯ জুলাইঃ দল বদলে মাত্র এক সপ্তাহ আগে ব্রাইটন থেকে চেলসিতে যোগ দেন জোয়াও পেদ্রো। সেদিনই তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চেলসির ক্লাব বিশ্বকাপ দলে। দুই দিন পর স্বদেশি ক্লাব পালমেইরাসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অভিষেকও হয় তাঁর। সেদিন ৩৬ মিনিট মাঠে থেকে বিশেষ কিছু করতে পারেননি। পালমেইরাসের বিপক্ষে অভিষেক হলেও গতকাল রাতে ফ্লুমিনেসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই প্রথমবারের মতো একাদশে জায়গা পান ২৩ বছর বয়সী পেদ্রো। আর চেলসির হয়ে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচেই সুযোগ পেয়ে করেছেন বাজিমাত। শেষেবের ক্লাব ফ্লুমিনেসের বিপক্ষে ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে করেছেন জোড়া গোলা। তাতে ফ্লুমিনেসকে ২-০ গোলে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছে গেছে চেলসি। আর এর মধ্য দিয়ে খামল ক্লাব বিশ্বকাপে ফ্লুমিনেসের চমক জাগানো অভিযাত্রাও। ফ্লুমিনেসের বিপক্ষে মধ্য দিয়ে টানা ১৩ বারের মতো ফিফা আয়োজিত ক্লাব পর্যায়ে টুর্নামেন্টের শিরোপা ইউরোপিয়ান ক্লাবের হাতে থাকা নিশ্চিত হলো। সর্বশেষ ২০১২ সালে চেলসিকে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছিল করিন্থিয়াস। আগামী রবিবার রাতে

ফাইনালে খেলবে চেলসি। নিউইয়র্কের মেন্টলিফ স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে চেলসি ও



ফ্লুমিনেস। তবে আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচে ১৮ মিনিটে দুর্দান্ত এক গোলে চেলসিকে এগিয়ে দেন পেদ্রো। আক্রমণে ওঠার একপর্যায়ে বাঁ পাশে ফ্লুমিনেস বজ্রের কাছাকাছি

জায়গায় বল পান পেদ্রো। সেখান থেকেই দূরের পোস্ট তাক করে শট নেন। ফ্লুমিনেস গোলরক্ষক ফাবিও ঝাপিয়ে পড়েও নাগাল

পাননি বলের। নিজের শেখবের ক্লাবের বিপক্ষে গোল করে অবশ্য উদযাপন করেননি পেদ্রো। গোল খেয়ে ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে ফ্লুমিনেস। একটু পর মার্ক কুকুরো গোললাইন

থেকে বল ফিরিয়ে না দিলে তখনই সমগ্রায় ফিরতে পারত ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটি। ৩৬ মিনিটে হ্যান্ডবলের কারণে রেফারি প্রথমে ফ্লুমিনেসের পক্ষে পেনাল্টি দিলেও পরে ভিএআর সেটি বাতিল করেছ। বিরতিতে পরও একই ধারায় চলতে থাকে লড়াই। ৫৬ মিনিটে ফ্লুমিনেসের ঘুরে দাঁড়ানোর রাস্তা এককরম বন্ধই করে দেন ক্লাবটির ঘরের ছেলে পেদ্রো। এনজো ফার্নান্দেজের পাস থেকে বল পেয়ে একক প্রচেষ্টায় এগিয়ে দারুণ এক গোল করেনি। এই গোলের পরও উদযাপন করেননি পেদ্রো। এরপর ফ্লুমিনেস চেষ্টা করেও আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি। তৃতীয়বারের মতো ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে চেলসি। এর আগে ২০১২ ও ২০২১ সালে ফাইনাল খেলেছে ইংলিশ ক্লাবটি। ২০১২ সালে রানার্সআপ হলেও ২০২১ সালে শিরোপা জিতেছিল তারা। ম্যাচ শেষে চেলসি কোচ এনজো মারেসকা বলেন, “এটা দারুণ অর্জন। মরসুমটা দারুণ গেল। লিগে সেরা ছিলাম, কনফারেন্স লিগ জিতলাম এবং এখন এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠলাম। আমরা দারুণ আনন্দিত। আমরা এখন মরসুমের শেষ ম্যাচে পৌঁছে গেছি। আশা করি টুর্নামেন্টটা জিততে পারব।”

কেন টেস্ট থেকে অবসর নিলেন মুখ খুললেন বিরাট কোহলি

দূরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কেন হঠাৎ ভারতীয় টেস্ট টিম থেকে অবসর নিলেন, তা নিয়ে চর্চা শেষ হয়নি। আরও কিছুদিন খেলতে পারতেন, এমন বলছেন অনেকেই। তার মধ্যেই বিরাট কোহলি নিজের অবসরের কারণ ব্যাখ্যা করলেন। যা বললেন, তাতে কতটা সন্তুষ্ট হবেন তাঁর ভক্তরা, তা নিয়ে সংশয় থাকছে। রোহিত শর্মা প্রথমে টেস্ট দল থেকে অবসর ঘোষণা করেন। দু’দিনের মধ্যেই সবে দাঁড়ান বিরাট। দুই তারকার পর পর অবসরের জন্য কি বোর্ড দায়ী? এই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিলেন অনেকে। বিরাটকে ছাড়াই ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছে ভারত। শুভমন গিলের দল প্রথম টেস্ট হাবলেও পরের টেস্টে দূরন্ত পারফর্ম করেছে। সিরিজ এখন ১-১। লর্ডসে তৃতীয় টেস্টে নামার আগে বিরাট অবসরের কারণ তুলে ধরলেন। কী বললেন তিনি? যুবরাজ সিংয়ের “ইউইউক্যান ফাউন্ডেশন” একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল লন্ডনে। সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন বিরাট। টেস্ট থেকে নিজের অবসর নেওয়া নিয়ে তিনি বলেছেন, “দু’দিন আগেই আমি আমার দাড়ি রং করেছি। প্রতি চারদিন অন্তর কাউকে যদি দাড়ি রং করতে হয়, জানতে হবে তার সময় হয়ে গিয়েছে।” ওই অনুষ্ঠানে কোচ



সৌ্যম গম্ভীর সহ হাজির ছিল পুরো ভারতীয় দল। সচিন তেড্ডুলকর, কেভিন পিটারসেন, ব্রায়ান লারা, ক্রিস গেইল, আশিস নেহেরা, রবি শাস্ত্রী। সেখানেই বিরাট তুলে ধরেছেন, তাঁর টেস্ট কেরিয়ারে রবি শাস্ত্রীর গুরুত্ব। বিরাটের কথায়, “সত্যি কথা বলতে কী, আমি যদি কোচ হিসেবে রবি শাস্ত্রীকে না পেতাম, টেস্ট কেরিয়ারে আমি যা করতে পেরেছি, সে সব পারতাম কিনা বলা মুশকিল। কাজের প্রতি

কতটা স্পষ্টতা থাকা উচিত, সেটা কিন্তু কেরিয়ারে খুঁজ পায়ো খুব কঠিন। কেরিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে কোনও ক্রিকেটারের কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সব সময় রবিতাইকে পাশে পেয়েছি। এমনকি কঠিন প্রেস কনফারেন্সগুলোতে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে গুলিগোলা সামলাত। ক্রিকেট কেরিয়ারে যা করেছি, মত দূর এগিয়েছি, তার জন্য ওঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা সব সময় থাকবে।”

স্পেনের ক্লাবে যোগদান করলেন জাভি হার্নান্দেজ

মাদ্রিদ, ৯ জুলাইঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ এখন অতীত। এবার নিজের দেশেই ফিরে গেলেন জাভি হার্নান্দেজ। গত সোমবার স্পেনের চতুর্থ ডিভিশনের ফুটবল ক্লাব রিয়াল সোসিয়েদাদ দেপোর্তিভা আলকালিয়া যোগদান করেছেন এই হাইপ্রোফাইল মিডফিল্ডার। আগামী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত অর্থাৎ এক বছরের চুক্তিতে সেই দলে সই করেছেন তিনি। গত সিজনে খালিদ জামিলের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব জামশেদপুর একসির হয়ে আইএসএল খেলেছিলেন এই স্প্যানিশ। মোট ২৩ টি ম্যাচ খেলে ৭টি গোলের পাশাপাশি ৬টি অ্যাসিস্ট ছিল জাভির। এমন পারফরম্যান্সের দিকে নজর রেখেই নয়া সিজনে তাঁকে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল একাধিক ফুটবল ক্লাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের দেশেই ফিরে গেলেন জাভি হার্নান্দেজ। বলাবাহুল্য, আগের সিজনে জামশেদপুর একসির দাপুটে পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই ফুটবলারের। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের পাশাপাশি কলিঙ্গ সুপার কাপে ও যথেষ্ট সক্রিয়তা ছিল এই ফুটবলারের। কিন্তু এবার নিজের দেশের ক্লাবেই খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে যথেষ্ট পরিচিত বছর ছত্রিশের এই মিডফিল্ডার। তবে শুধুমাত্র জামশেদপুর নয়, খেলেছেন ভারতের একাধিক ফুটবল ক্লাবে। গত ২০১৯-২০২০ মরসুমে প্রথমবারের জন্য আইএসএল খেলতে এসেছিলেন স্পেনের এই তারকা। যোগদান করেছিলেন এটিকে ফুটবল দলে। তারপর সংযুক্তিকরনের পর এটিকে মোহনবাবান দলের হয়ে ও খেলেছিলেন দাপটের সাথে। পরবর্তীতে একটি মরসুমের জন্য কলকাতার এই দল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ওডিশা একসিতে। তারপর জগন্নাথের রাজ্যের ফুটবল ক্লাব ছেড়ে চলে যান সুনীল ছেত্রীর বেন্দুলুরু একসিতে। সেখানে খেলেছেন প্রায় দুইটি মরসুম। তারপরেই এই তারকা ফুটবলারকে দলে টেনেছিল জামশেদপুর। ভালো পারফরম্যান্স করার পর তাঁর সাথে চুক্তি বাড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। এবার ফিরলেন নিজের দেশে। গতবারের মতো আসম ফুটবল সিজনে ও নিজেকে মেলে ধরতে চান আপদ্রস্টের এই ফুটবলার।

চার বছর পর! লর্ডসে ভারতের বিরুদ্ধে নামছেন জোফ্রা আর্চার

লর্ডস, ৯ জুলাইঃ দীর্ঘ চার বছর পর টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যাভর্তন জোহ্রা আর্চারের। ভারতের বিরুদ্ধে লিডস টেস্টের স্কোয়াডে জায়গা হয়নি জোহ্রার। আইপিএলের পরই চোট পেয়েছিলেন। তাঁকে এজবাস্টন টেস্টের স্কোয়াডে রাখা হলেও পেলানো হয়নি। লর্ডসে ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্টে নামছেন জোহ্রা আর্চার। কাল থেকে শুরু হচ্ছে লর্ডস টেস্ট। জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করেছিল ইংল্যান্ড। যদিও ভারতের তরুণ দলের কাছে এজবাস্টনে ৩৩৬ রানের বিশাল বড় ব্যবধানে হার। ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ইংল্যান্ড পরিকল্পনায় নানা বদল আনছে। ইংল্যান্ডের হেড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম আগেই জানিয়েছিলেন, লর্ডসে পেলানো হবে জোহ্রা আর্চারকে। সেখান থেকেই আরও একটা ইঙ্গিত মিলেছিল। প্রথম দুই টেস্টেই ব্ল্যাট পিচ রেখেছিল ইংল্যান্ড। এজবাস্টনে পিচে তৈরি হওয়া ক্ষতকে দুর্দান্ত কাজে লাগিয়েছিলেন ভারতের দুই স্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবীন্দ্র জাডেজা। স্কোর বোর্ডে বা উইকেট কলামে হয়তো তার ছাপ বেশি নেই। তবে এই দুই স্পিনার প্রবল চাপ তৈরি করেছিলেন। হয়তো সেই কারণেই ব্ল্যাট পিচের ভাবনা থেকে সরে আসছে



ইংল্যান্ড। লর্ডস টেস্টের একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। ২০২১ সালে শেষ বার টেস্ট খেলেছিলেন জোহ্রা আর্চার। সেট থেকে ফিরেছেন। কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবেন, তা অবশ্য সম্ভাব্য বলবে। লর্ডসে জশ টগ্ডের জায়গায় একাদশে জোহ্রা। এ ছাড়া একাদশে আর কোনও পরিবর্তন করেনি ইংল্যান্ড। অর্থাৎ তাঁদের পেস বোলিং আক্রমণে থাকছেন জোহ্রা আর্চার, ক্রিস ওকস এবং ব্রাইডন কার্স। এ ছাড়া ক্যাপ্টেন বেন স্টোকস রয়েছেন। প্রয়োজনে তাঁর পাশাপাশি হ্যারি ব্রুকও মিডিয়াম পেস করবেন। একমাত্র স্পিনার হিসেবে রয়েছেন শোয়েব বশির। স্পিন বোলিংয়ে আরও একটা বিকল্প রয়েইছে, তিনি জো কটা। তৃতীয় টেস্টেই জন্ম ইংল্যান্ডের ঘোষিত একাদশ-জ্যাক ক্রলি, বেন ডাক্ট, ওলি পোপ, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস, জেমি স্মিথ, ক্রিস ওকস, ব্রাইডন কার্স, জোহ্রা আর্চার, শোয়েব বশির।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ • অস্টম সংখ্যা • ১ জুলাই ২০২৫

সুচিকিৎসা

এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন